এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ আরজি করের প্রমাণ লোপাটের তদন্তে সিবিআইয়ের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট
অভিজাত আবাসনে চুরি, গ্রেপ্তার লালবাজারে কর্মরত মহিলা ৩

কলকাতা ২১ নভেম্বর ২০২৬ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শনিবার বংশ বর্ষ ১৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.11.2026, Vol. 20 Issue No. 159, 8 Pages, Price 3.00

মোদী আজ খড়্গপুরে

■ দেশের প্রথম ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়্গপুরের প্লাটিনাম জুবিলি উদযাপনে যোগ দিতে আজ এক দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ৭৫ বছর পূর্ণ করায় আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ আইআইটি খড়্গপুর ক্যাম্পাসে পৌঁছে প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সেখানে তিনি উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক, প্রাক্তনী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠানের ৭৫ বছরের পথচলার প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত ৭৫ জন পড়ুয়ার সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। -বিস্তারিত শহরের পাতায়

নবান্নে গুরুং

■ পাহাড়ের উন্নয়ন ও জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্নে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দার্জিলিং পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন, জনপরিষেবা, প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় এবং আগামী দিনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও বৈঠক থেকে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা কর্মপরিকল্পনার কথা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়



নতুনভাবে খবরের জগতে ফের আসতে চলেছে হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্র 'দৈনিক জাগরণ'। শুক্রবার সংবাদপত্রের নতুন প্রারম্ভের সূচনায় আমন্ত্রিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, নগরোন্নয়ন ও পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, সাংসদ রাজু বিস্তা-সহ প্রমুখ।

থানায় অভিষেক, বাইরে 'চোর, চোর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশ আধিকারিকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের থানায় হাজিরা দিতে হল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুক্রবার নির্ধারিত সময়ের আগেই কলকাতার গিরীশ পার্ক থানায় পৌঁছন তিনি। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপর থানা থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও অভিষেককে লক্ষ্য করে 'চোর-চোর' স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। এদিন অভিষেকের থানায় হাজিরাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গিরীশ পার্ক থানা চত্বর। দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে চলে বচসা ও ধস্তাধস্তি। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা-সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অভিষেকের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার তদন্ত করতেই এদিন অভিষেককে তলব করা হয়েছিল। শুক্রবার দুপুর ১টায় হাজিরার নির্দেশ থাকলেও তার কিছুটা আগেই থানায় পৌঁছে যান তিনি। এদিন ফের তদন্তের প্রয়োজনে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। এদিন পুরো জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব ভিডিয়োগ্রাফিও করে রাখা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

যদিও ঠিক কী কারণে পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক, এদিনের জিজ্ঞাসাবাদে সেই বিষয়টি জানতে চান তদন্তকারীরা। পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে কি না, থাকলে তার স্বপক্ষে কী তথ্যপ্রমাণ আছে, তাই নিয়েও প্রশ্ন করা হয় বলে গিরিশ পার্ক থানা সূত্রের খবর। পাশাপাশি শুক্রবার অভিষেকের বক্তব্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তদন্ত করতে গিয়ে আবার প্রয়োজন হলে তাঁকে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে। যদিও এই ঘটনার সূত্রপাত গত ২৯ অক্টোবর একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের নাম করে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানাও। অভিষেক অভিযোগ করে বলেন, ওই আধিকারিকদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি।

তৎপরতা নবান্নের, চালু হেল্পলাইন

উৎকলে তাণ্ডব, বাংলায় দুর্যোগ

ভুবনেশ্বর, ২০ নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাজ্যে। শুক্রবার ওড়িশা উপকূলে নির্ধারিত সময়ের আগেই আছড়ে পড়েছে তীব্র ঘূর্ণিঝড় আকভান। বেলা ১টার আগে শেষ হয়েছে ল্যান্ডফল। মৌসম ভবন জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সাড়ে চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ওই প্রক্রিয়া চলেছে। ল্যান্ডফলের আগে উপকূলের কাছে এসে কিছুটা শক্তি হারায় ঘূর্ণিঝড়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, আকভানের প্রভাবে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। তা ৯০ কিলোমিটারে নেমে আসে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে পাল্লা দিয়ে ঝড়বৃষ্টি চলে। যদিও আকভানের প্রভাবে তেমন বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে, শেষবেলায় বাংলার জন্য আরও বাড়ল বিপদ। ঘূর্ণিঝড় আকভান ভেঙে দু'টুকরো হয়েছে। আর এখানেই বাংলার শিয়রে সংক্রান্তি! কারণ ওড়িশায় ঘূর্ণিঝড় হলেও, অর্ধেক মেঘ ঢুকে পড়ছে দক্ষিণবঙ্গের দুয়ারে। এর জেরে বাংলার উপকূল ও লাগোয়া অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন।

উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে গোপালপুরের কাছে অ্যাকভান আছড়ে পড়েছে। এর প্রভাবে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার। দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছোয় ৯০ কিলোমিটারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সোমবার পর্যন্ত কমবেশি বৃষ্টি চলবে। পাঁচটি জেলায় অতিভারী বর্ষণের (৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) সতর্কতা জারি করা হয়েছে; দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও।

শনিবার বৃষ্টি কিছুটা কমবে। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার ও সোমবার আলাদা করে আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতা নেই। সোমবারের পর দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুকনো। ঘূর্ণিঝড়ের খুব বেশি প্রভাব উত্তরবঙ্গের উপর পড়ছে না। তবে সোমবার পর্যন্ত উত্তরের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

ক্ষতির রিপোর্ট তলব শুভেন্দুর



নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর সম্ভাব্য প্রভাব এবং টানা ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি শুরু করল রাজ্য প্রশাসন। শুক্রবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করে পরিস্থিতির খোঁজখবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্যোগের সম্ভাবনা মাথায় রেখে জেলা প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য চালু করা হল বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। ১৪৪৪৭, এই নম্বরে ফোন করে কৃষকরা তাঁদের ফসলের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানাতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে।

শুক্রবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গেও পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি, টানা বৃষ্টির জেরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে জেলা কর্তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেন তিনি। পরিস্থিতির অবনতি হলে দ্রুত মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

টানা ভারী বৃষ্টির জেরে বিশেষ উদ্বেগের জায়গা হয়ে উঠেছে কৃষিক্ষেত্র। টানা বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় চাষের জমি এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কোন জেলায় কতটা কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোন ধরনের ফসলের ক্ষতি বেশি এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি ঠিক কী পর্যায়ে রয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট দ্রুত জমা দিতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষকদের কাছ থেকে হেল্পলাইনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যও এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

EASTERN REGION
[Under Seva Sankalp Abhiyan]
Bihar • Jharkhand • West Bengal
सत्यमेव जयते

সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ
sficeast.wb.gov.in
আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতা গড়ে তুলুক বিকশিত ভারত





পুরস্কার মূল্য
জেলা স্তর
সাধারণ বিভাগ (উন্মুক্ত) প্রথম পুরস্কার ৩ লক্ষ টাকা
জুনিয়র বিভাগ প্রথম পুরস্কার ২ লক্ষ টাকা
আঞ্চলিক স্তর
প্রথম পুরস্কার ৫০ লক্ষ টাকা
*শর্তাবলী প্রযোজ্য।
অংশগ্রহণের শেষ তারিখ
৬ ডিসেম্বর ২০২৬
আজই রেজিস্টার করুন
রেজিস্ট্রেশনের জন্য স্ক্যান করুন
আপনার উদ্ভাবন বদলে দিক সবার জীবন
আজকের উদ্ভাবন • আগামীর রূপায়ণ
যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
sficeast@gmail.com
#Seva #Innovation #YoungIndia4ViksitBharat
ICA-D1770(17)/2026

‘আকভান’ সতর্কতা জারি সুন্দরবনে
গঙ্গাসাগর থেকে ফেরানো হচ্ছে পুণ্যার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওডিশা উপকূলে ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’ আছড়ে পড়ার পর তার প্রভাব পড়েছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতেও। একদিকে এই ঝড়ের প্রভাবে উত্তাল সমুদ্র, পাশাপাশি একটানা ঝোড়ো হাওয়া এবং লাগাতার বৃষ্টির জন্য বিপর্যয় হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সুন্দরবনে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে নামখানা, কাকদ্বীপ ও সাগর এলাকায় বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। তবে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে গঙ্গাসাগর থেকে পুণ্যার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসের পর থেকেই উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। যদিও ঝড়ের প্রভাবে সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতাও বাড়ছে। এই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে বিভিন্ন ব্লকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা হয়েছে। এই জরুরি পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি রাখা হয়েছে ত্রাণশিবির। এছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে সুন্দরবনের নদীবাঁধগুলির উপর। সেখানে জোয়ারের জল বাড়লে কিংবা জলোচ্ছ্বাস হলে



মাটির বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। সেই কারণে বাঁধগুলির পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। পাশাপাশি উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। এছাড়াও পর্যটনকেন্দ্রগুলিতেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। গঙ্গাসাগরে আগত পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সমুদ্রে নামার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের বাড়ি ফেরানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। তাঁদের নিরাপদে ফেরানোই এখন প্রশাসনের কাছে অগ্রাধিকার। তবে শুধু উপকূলের নিরাপত্তাই নয়, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কৃষিকাজের ক্ষতি নিয়েও চাষীদের উদ্বেগ বাড়ছে। একটানা বৃষ্টিতে জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় ধান এবং শীতকালীন সব্জির চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় কৃষক রাখাল শী বলেন, ‘একটানা বৃষ্টিতে ধান থেকে শীতকালীন ফসল, সবেতেই ক্ষতি হচ্ছে। জমিতে জল জমে গাছ নষ্ট হচ্ছে। তার উপর জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা আছে। এই ফসল নষ্ট হলে সংসার চালাব কী করে, তা নিয়েই চিন্তায় আছি। তাই সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সাহায্যের আশা করছি।’ যদিও কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা থাকলেও আগের সরকার এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করে রাখেনি। ওডিশার মতো আগাম প্রস্তুতি থাকা দরকার ছিল। তবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, ফসলের ক্ষতি হলে বাজারে শীতকালীন সব্জির দামও বাড়তে পারে। তবে প্রশাসনের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ, একদিকে উপকূলের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যদিকে কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়া।

পোস্তার পণ্য পরিবহণে এবার চক্ররেলের ভাবনা, খরচ ও যানজট কমাতে নয়া উদ্যোগ রাজ্যের

অনিন্দিতা সিনহা

পোস্তা বাজারের পণ্য পরিবহণে বিকল্প পথের সন্ধানে এবার নজর দিল রাজ্য সরকার। সড়ক পথের উপর নির্ভরতা কমিয়ে এবার চক্ররেলকে কাজে লাগিয়ে ভিন রাজ্যে পণ্য পাঠানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে নবান্ন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কলকাতার অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার পোস্তা থেকে পণ্য পরিবহণে সময় ও খরচ, দুই-ই কমতে পারে। পাশাপাশি শহরের রাস্তায় ভারী পণ্যবাহী গাড়ির চাপও কমার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি পোস্তার ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখেই বিকল্প ব্যবস্থার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে পোস্তা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে মূলত সড়কপথের উপরেই নির্ভর করতে হয় ব্যবসায়ীদের। ফলে পরিবহণ খরচের পাশাপাশি কলকাতার যানজট, পণ্য ওঠানো নামানো এবং দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময়ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যের পরিকল্পনা হল চক্ররেলের পরিকাঠামো ব্যবহার করে পণ্য পরিবহণের কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা। তবে যাত্রী পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত বর্তমান চক্ররেল পরিকাঠামোয় পণ্যবাহী ট্রেন



চালানো কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। রেললাইনের ধারণক্ষমতা, পণ্য ওঠানো-নামানোর ব্যবস্থা, সংযোগকারী পরিকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সব দিকই বিবেচনা করতে হবে। তাই সম্ভাব্য সমীক্ষার পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই সূত্রের খবর। পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাণিজ্যকেন্দ্র পোস্তা বাজার। এই বাজারকে ঘিরে প্রায় ৬০০ ব্যবসায়ী এবং ১৯ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর জীবিকা নির্ভরশীল। বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয় এখানে। ফলে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থায় সামান্য পরিবর্তনও এই বাজারের ব্যবসায়িক পরিসরে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। পোস্তা বাজার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অরুণ কেডিয়ার কথায়, রেলপথে পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা চালু করা গেলে ব্যবসায়ীদের পরিবহণ ব্যয় উল্লেখ যোগ্যভাবে কমবে। বিশেষত দূরবর্তী রাজ্যে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। এখন দেখার, চক্ররেলকে পণ্য পরিবহণের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে বাস্তবিক কতটা সুযোগ রয়েছে। পরিকল্পনা কার্যকর হলে পোস্তার ব্যবসায় নতুন গতি আসার পাশাপাশি কলকাতার পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাতেও বিকল্প পথ খুলে যেতে পারে।

শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে দিল্লিতে বৈঠকে গঙ্গাসাগরে রেলপথ
৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে সবুজ সংকেত রেলমন্ত্রীর

দেবাশিস দে

আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রম পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার পথে এক বড়সড় পদক্ষেপ নিল ভারতীয় রেল। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে রেলের আটকে থাকা বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পর্কে আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই মেগা প্রকল্পের রূপরেখা সামনে এনেছেন। বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী রেলমন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে জানান যে গঙ্গাসাগর শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের তীর্থক্ষেত্র নয়, বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র এবং সেখানে রেল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাঁর এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে রেলমন্ত্রী জানান, রেলমন্ত্রকের তরফে ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের প্রাথমিক মানচিত্র বা ম্যাপ প্ল্যানিংয়ের



কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ক্যাবিনেট এবং রেলওয়ে বোর্ডের চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি এবং সমীক্ষার কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য রেলমন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সামনেই সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। সমগ্র প্রকল্পটি ধাপে ধাপে বা ফেজ ওয়াইজ কার্যকর করা হবে বলেও তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রেলমন্ত্রকের এই তৎপরতায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক বড় প্রাপ্তি হতে পারে। বর্তমান জলপথ ও সড়কপথের দীর্ঘ যাত্রার পরিবর্তে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে সারা বছর আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর যাতায়াত যেমন অত্যন্ত সহজ ও আরামদায়ক হবে, তেমনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপ অঞ্চলের অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্পে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পিছিয়ে গেল ২০২৭ সালের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া, নতুন সূচি পরে জানাবে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের পিছিয়ে গেল রাজ্যের ২০২৭ সালের ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়া। আগামী ২৩ নভেম্বর থেকে এই কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। যদিও অনিবার্য কারণ দেখিয়ে আপাতত সেই কর্মসূচি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। শুক্রবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। যদিও সংশোধিত কর্মসূচি কবে থেকে শুরু হবে, তা পরে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৭ সালের ছবি-সহ ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের যে কর্মসূচি ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, তা আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতের কারণ হিসেবে ‘অনিবার্য পরিস্থিতি’র কথা উল্লেখ করা হয়। তবে ঠিক কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়, সংশোধিত কর্মসূচির দিনক্ষণ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। ফলে নতুন সূচি ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ভোটারদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়ায় নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা, তালিকায় থাকা তথ্যের ভুল সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নাম বাদ দেওয়ার মতো কাজ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নতুন সূচি ঘোষণার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু হবে বলেই জানিয়েছে রাজ্য সিইও দপ্তর।



অরাজকতা হটাও, গণতন্ত্র বাঁচাও’ স্লোগান তুলে এসএন ব্যানার্জি রোডে এবিভিপির মিছিল। ছবি: অদিতি সাহা

ঘূর্ণিঝড়ের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়ার একাধিক এলাকা
ডুবল বেলুড় আন্ডারপাস ও লিলুয়ার বড় গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আকভান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে লাগাতার বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল হাওড়া শহরের জনজীবন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হওয়ার জেরে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যায়। উত্তর হাওড়ার বালি, বেলুড়, লিলুয়া, সালকিয়া-সহ সমগ্র হাওড়া শহরের একাধিক এলাকায় একই ছবি। কোথাও হাঁটুসমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, কোথাও আবার জল জমে যান চলাচল কার্যত থমকে যাচ্ছে। তবে বিশেষ করে বেলুড় আন্ডারপাস এবং লিলুয়া বড় গেটের পরিস্থিতি নতুন করে ভোগাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

একটানা বৃষ্টিতে পুরোপুরি জলমগ্ন হয়ে পড়ে বেলুড় আন্ডারপাস। এর ফলে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পঞ্চায়েত এলাকার দিকে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আন্ডারপাস দিয়ে পারাপার করতে না পেরে অনেকে ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়ে রেললাইন পেরিয়ে যাতায়াত করছেন। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। বয়স্কদের দুর্ভোগ আরও বেশি। কাউকে আবার হাঁটুসমান জল ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে এদিন দেখা যায়।



স্থানীয় এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, কারও বয়স ৬০, কারও ৭০ বছর। এই বয়সে এত উঁচু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা খুবই কষ্টকর। তাঁদের দাবি, শুধু বৃষ্টির সময় পাম্প চালিয়ে জল বের করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বেলুড় আন্ডারপাসে জল জমার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বয়স্ক ও সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার জন্য এসকেলেটর বসানোরও দাবি উঠেছে। একইভাবে বৃষ্টির জেরে জল জমেছে জিটি রোডের সালকিয়া এলাকাতেও। রাস্তার বিভিন্ন অংশে জল দাঁড়িয়ে থাকায় সমস্যায় পড়েছেন পথচারী ও গাড়িচালকেরা। লিলুয়া বড় গেটের ছবিও আলাদা নয়। ওই এলাকায় রাস্তা উঁচু করা এবং মেরামতির কাজ হলেও জল জমার সমস্যা এখনও কাটেনি। এইক্ষেত্রে স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার রাস্তা মেরামতি হচ্ছে, উঁচুও করা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি হলেই আবার আগের মতো জল জমে যাচ্ছে। একইভাবে হাওড়া মধ্য ও দক্ষিণের বিভিন্ন এলাকাতেও বৃষ্টির জল জমে দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। বেশ কিছু রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। যদিও এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হাওড়া পুরসভার তরফে বিভিন্ন এলাকায় পাম্প বসিয়ে জল বের করার কাজ চলছে। পুরকর্মীরা জমা জল সরানোর কাজে নেমেছেন। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। তবে একটানা বৃষ্টি থামার পরেও জল কত দ্রুত নামবে, তা নিয়ে চিন্তায় আছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, প্রতি বছর বৃষ্টি হলেই একই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। সাময়িকভাবে জল সরিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি বেলুড় আন্ডারপাস, লিলুয়া বড় গেট-সহ জল জমার প্রবণতা আছে এমন এলাকাগুলিতে স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

রবিবার ১৬ ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ, বিকল্প পথ জানাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফের মেরামতির কাজের জন্য আগামী রবিবার, ২২ নভেম্বর, টানা ১৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সেতুর উপর দিয়ে কোনও ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। একই সঙ্গে বন্ধ রাখা হবে সেতুর ওঠা-নামার রাস্তাও। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত যান চলাচলের নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়। সেতু বন্ধ থাকায় শহর ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হবে চালকদের বলেই নির্দেশিকাতে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির উদ্যোগে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বিয়ারিং বদলানো হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে সেতু বন্ধ থাকাকালীন কোন দিক থেকে আসা গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে যাবে, তা-ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ।রক্ষনাবেক্ষণ কাজ চলাকালীন এজেসি বোস রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী গাড়িগুলিকে টার্ফ ভিউ থেকে অ্যাট গ্রেড রোড হয়ে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে পাঠানো হবে। সেখান থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজে পৌঁছনো যাবে। এছাড়াও প্রয়োজনে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে কেপি রোডেও যেতে পারবেন চালকেরা। এছাড়া কেপি



রোড ধরে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ডের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ১১ ফার্লং গেটের কাছে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজের দিকে যেতে হবে। পাশাপাশি খিদিরপুরের দিক থেকে সিজিআর রোড ধরে আসা সেতুগামী গাড়িগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজে পৌঁছতে পারবেন চালকেরা। অন্যদিকে, ঘোড়া পাসের কাছে ওয়াই-পয়েন্টের র‍্যাম্প দিয়ে বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার কথা যেসব গাড়ির, সেগুলিকে ওয়াই-পয়েন্ট থেকে কেপি রোড ধরে ১১ ফার্লং গেটের দিকে পাঠানো হবে। সেখান থেকে কেপি রোড ও রেড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যাওয়া যাবে। কলকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই পরিস্থিতি অনুযায়ী শহরের অন্য সংযোগকারী রাস্তাতেও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। রবিবার সেতু বন্ধ থাকার কারণে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতে অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। তাই ওই দিন যাঁদের যাতায়াতের পরিকল্পনা আছে, তাঁদের হাতে সময় নিয়ে বেরনোর পরামর্শ দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

হাওড়া জেলা হাসপাতালের হালহকিকত দেখতে পরিদর্শনে উমেশ রাই, নজরে নতুন ভবন ও চিকিৎসা পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং চিকিৎসা পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে এবার হাওড়া জেলা হাসপাতালের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। শুক্রবার হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে নির্মীয়মাণ নতুন ভবনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সামগ্রিক পরিষেবা নিয়ে হাসপাতালের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এদিন হাসপাতালের সুপারের বিশেষ অনুরোধে সেখানে যান প্রতিমন্ত্রী। নতুন নির্মীয়মাণ ভবনের কাজ কতটা এগিয়েছে, কী ধরনের পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন। পাশাপাশি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা, রোগীদের সুযোগ-সুবিধা এবং দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা নিয়েও মন্ত্রী খোঁজখবর নেন। এদিন হাসপাতালে আসা রোগীদের যাতে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্য নিয়েই এদিনের পরিদর্শন বলে সূত্রের খবর। চিকিৎসা পরিষেবার মান বাড়ানোর পাশাপাশি পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার মতো বিষয়গুলিও আলোচনায় উঠে আসে। এদিনের বৈঠক থেকে হাসপাতালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি, রোগীদের হয়রানি কমানো এবং চিকিৎসার পরিবেশ আরও উন্নত করার বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুন ভবনের কাজ শেষ হলে হাসপাতালের পরিষেবায় কীভাবে তার সুফল পাওয়া যাবে, তা নিয়েও আলোচনা করেন প্রতিমন্ত্রী ও আধিকারিকরা। হাওড়া জেলা হাসপাতালের পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে পরিদর্শন ও বৈঠকের এই উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে জেলা প্রশাসন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Tapas Ghosh পিতা- Ganesh Ghosh সাং ও পোষ্ট গুমা, থানা- অশোকনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৭০৪, বারাসাত নোটারী এফিডেভিট 121 ক্রমিক বলে ২০/১১/২০২৬ তারিখে Tapash Ghosh & Tapas Ghosh এক এবং Tapas Ghosh নামে পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মাম্পি রায়, পিতা দুলাল রায়, ঠিকানা; পাঁচকাট, পোস্ট সাজিনা, থানা সিউরি, বীরভূম, আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে ভুল করে নাম স্বস্তিকা বাগদি হয়ে গেছে। সঠিক নাম স্বস্তিকা রায়। গত ১৯/১১/২৬, সিউড়ি কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে এফিডেভিট বলে (No.3792)। SWASTIKA RAY ও SWASTIKA BAGDI, D/O MAMPI RAY একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল ।

নাম-পদবী

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমি বিজয় আপ্তো, পিতা প্রয়াত বায়্যা আপ্তো, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর, নিবাসী দুর্গাপুর অভয়নগর-১, বালি, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১২০৫, পশ্চিমবঙ্গ, এবং আমার ভোটার আইডি কার্ড নং MLN2304202 ও প্যান কার্ড নং COVPA4867E সহ আমার সমস্ত সরকারি নথিপত্রে আমার এই একই নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তবে, আমার পুত্র রবীন্দ্র আপ্তো-এর কিছু শিক্ষাগত নথিপত্র এবং শংসাপত্রে (তাঁর ডব্লিউবিবিএসই মাধ্যমিক পরীক্ষা স্কুল সার্টিফিকেট এবং অ্যাডমিট কার্ড যার রেজিস্ট্রেশন নং ২১১১-০১৩২২১ সহ), আমার নাম ভুলবশত/অসাবধানতাবশত বিজয় কুমার আপ্তো হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে। যে বিজয় আপ্তো এবং বিজয় কুমার আপ্তো একই এবং অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ আমি নিজে, রবীন্দ্র আপ্তো-এর জন্মদাতা পিতা। এই উদ্দেশ্যে, আমি ০৩/১১/২০২৬ তারিখে হাওড়ার নোটারি পাবলিক, কিঙ্কর পণ্ডিত (ভারত সরকার, রেজি. নং ৫৫৭৪৪/২৫)-এর সমক্ষে একটি হলফনামা শপথ করেছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 17/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, শ্রীরামপুর, কোর্টে 22459 নং এফিডেভিড বলে আমি, Krishna Pakira, S/o. Sanat Pakira (Father) & Pratima Pakira (Mother), সাকিম গোপালনগর, ফুরফুরা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৭০৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডে (Being Epic No. YAF XXX 9108) আমার সঠিক নাম ও সঠিক জন্ম তারিখ Krishna Pakira & D.O.B. 24.09.1992-এর পরিবর্তে Krishno Pakira & D.O.B. 07.09.1991 লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম ও জন্ম তারিখ Krishna Pakira & D.O.B. 24.09.1992 লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Krishna Pakira, D.O.B. 24.09.1992 and Krishno Pakira, D.O.B. 07.09.1991 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24672 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sultana Bibi, W/o. Jahangir Sekh, সাকিম কোটালপুকুর, মটুকপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk Sajid) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1106, dated 31.07.2015, D.O.B. 22.06.2015) পুত্র ও তাহার পিতার সঠিক নাম Sk Sajid S/o. Jahangir Sekh-এর পরিবর্তে Sk. Sajid S/o. Sk. Jahangir লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্র ও তাহার পিতার সঠিক নাম Sk Sajid S/o. Jahangir Sekh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র ও তাহার পিতা Sk Sajid S/o. Jahangir Sekh ও Sk. Sajid S/o. Sk. Jahangir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 09/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24671 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sultana Bibi, W/o. Jahangir Sekh, সাকিম কোটালপুকুর, মটুকপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk. Habib) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 3067, dated 30.11.2011, D.O.B. 25.11.2011) পুত্রের ও তাহার পিতার সঠিক নাম Sk Habib S/o. Jahangir Sekh-এর পরিবর্তে Sk. Habib S/o. Sk. Jahangir লিপিবদ্ধ আছে এবং পুত্রের আধার কার্ডে পুত্র ও তাহার পিতার নাম Sekh Habib S/o. Sekh Jahangir লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের ও পিতার সঠিক নাম Sk Habib S/o. Jahangir Sekh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র ও তাহার পিতা Sk Habib S/o. Jahangir Sekh & Sekh Habib S/o. Sekh Jahangir and Sk. Habib S/o. Sk. Jahangir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

Vide Affidavit No. 26822 dated 20/11/26 court of the Judicial Magistrate Sadar Hooghly, I, Tanushri Bandyapadhyay, W/o. Manas Kumar Bandhyopadhyay, R/O. Dakshinpara, P.O. Mahanad, P.S. Polba, Dist. Hooghly-712149, W.B. affirm & declared that Tanushri Bandyapadhyay, Tanushri Mukherjee and Tanushri Mukhopadhyay is the same and identical person.

Change of Name

I, **TAHA AHMED FEROZIE,** S/o Syed Ahmed Ferozi R/o 6, 6, Colotoa Lane, Chittaranjan Avenue, Kolkata -73 declare that my name is wrongly written as **TAHA FEROZIE** in my daughter **ZUBAIDA FEROZIE's** 10th Certificate being No. TV60131872My correct name is **TAH

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ২০২৬, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, শনিবার

আরজি করের প্রমাণ লোপাটের তদন্তে সিবিআইয়ের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট

হাসপাতালে ভাঙচুর-সহ বিস্তারিত তথ্য পেশের নির্দেশ বিচারকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর প্রমাণ নষ্ট হওয়ার অভিযোগ ঘিরে সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জমা দেওয়া রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় আদালত এমনটাই শুক্রবার জানিয়ে দিল হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের ১৪ অগস্ট রাতে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পরবর্তীতে হাসপাতালে ভাঙচুর এবং তথ্যপ্রমাণ নষ্টের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে জানাতে এদিন ফের সিবিআইকে নির্দেশ দিল আদালত। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই বিষয়ে তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, তা জানতে চান। শুনানি পর্বে আদালতের পর্যবেক্ষণ, শুধু মূল ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত করলেই হবে না। সেই ঘটনার পর হাসপাতালে ভাঙচুর এবং তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার যে অভিযোগ উঠেছিল, তারও যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সিবিআই এর আগে যে রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দিয়েছিল, তাতে এই সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য নেই বলেই মনে করছে আদালত। এই মামলায় শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা ঘোষ বলেন, নির্যাতিতার মা-বাবার বক্তব্য শোনাই আদালতের একমাত্র কাজ নয়। সেই ঘটনা ঘটার পর প্রমাণ নষ্ট করার যে অভিযোগ উঠেছিল, সেই দিকটিও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে বলে তিনি জানান। ১৪ অগস্টের রাতে ঠিক কী ঘটেছিল এবং সেই ঘটনায় তদন্তকারী সংস্থা কী কী পদক্ষেপ করেছে, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জমা দিতে বলল আদালত। এইদিন আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট থেকে আরজি কর-কাণ্ডকে কেন্দ্র করে যত অভিযোগ সামনে এসেছে, সবগুলিই সিবিআইকে তদন্ত করে দেখতে হবে। অর্থাৎ, চিকিৎসককে



ধর্ষণ ও খুনের পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগও যাতে তদন্তের বাইরে রাখা না হয়, সেই বিষয় এদিন ফের স্পষ্ট করে দেয় আদালত। আগামী ১১ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়। তার আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। এর আগে গত ১ অক্টোবর এই মামলার শুনানিতে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআর সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছিল, এই মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। রাজ্য পুলিশ নয়। ব্যারাকপুর আদালতে থাকা মামলার সমস্ত নথি শিয়ালদহ আদালতে পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়। একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশ নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছিল কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যখন হাইকোর্ট নিজেই তদন্তের উপর নজর রাখছে, তখন নতুন এফআইআরের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করে আদালত।এই বিষয়ে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীর অভিযোগ ছিল, আরও চার জনের জড়িত থাকার সন্দেহে এফআইআর দায়ের হলেও সেই অভিযোগের দিকটি সিবিআই যথাযথভাবে তদন্ত করেনি। শুক্রবার পরিবারের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং শীর্ষেন্দু সিংহরায়। অন্যদিকে, নির্যাতিতার বিচার এবং অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে সরব হন পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ।

পাহাড়ে উন্নয়নের বার্তা, নবান্নে বিমল-রোশনকে নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দার্জিলিং পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন, জনপরিষেবা, প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় এবং আগামী দিনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও বৈঠক থেকে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা কর্মপরিকল্পনার কথা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সরকারি এক্স হ্যান্ডলে এই সাক্ষাতের কথা জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দার্জিলিংয়ের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বিমল গুরুং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আলোচনার মূল গুরুত্ব ছিল পাহাড়ের উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার সার্বিক অগ্রগতি। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

পাহাড়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক দাবিদাওয়া নিয়ে চলতি বছরেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। গত জুলাই মাসে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মোর্চা নেতৃত্বের বৈঠকে চা-বাগানের পরিস্থিতি, শিক্ষক নিয়োগ, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর কার্যক্রম এবং পাহাড়ের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল। তার আগে জুন মাসে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং জিটিএ-সংক্রান্ত একাধিক দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন বিমল গুরুং।

এরপর সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ সফরেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয় বিমল গুরুং ও রোশন গিরির। সেই সময় দার্জিলিংয়ের লেবংয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন তাঁরা। জলপাইগুড়ি সফর শেষে ফেরার পথে হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়েছিল। পরপর এই বৈঠক ও যোগাযোগের ধারাবাহিকতায় পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে পরিস্থিতি সমীকরণের চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, পাহাড়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে মোর্চা নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য সরকারের নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত জিটিএ-র কাজকর্ম, চা-বাগানের সমস্যা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং জনপরিষেবার মতো বিষয়গুলিতে রাজ্য ও পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুক্রবারের বৈঠকে কোনও নতুন প্রকল্প ঘোষণা হয়েছে কি না, পাহাড়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবির বিষয়ে কোনও অগ্রগতি হয়েছে কি না, কিংবা রাজ্য-মোর্চা সমন্বয়ের পরবর্তী রূপরেখা কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত নবান্নের এই বৈঠক থেকে পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মোর্চার সংলাপ অব্যাহত রাখার বার্তাই সামনে এসেছে।

ভবানী ভবনে সিআইডির জেরার মুখে টুলু, হাইকোর্টে মিলল না স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ ছয়মাসের আত্মগোপন পর্ব কাটিয়ে দেশে ফেরার তিনদিনের মাথায় শুক্রবার জোড়া আইনি এবং তদন্তের চাপে পড়লেন বীরভূমের বিতর্কিত পাথর ব্যবসায়ী মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল। এদিন দুপুরে একদিকে যেমন কলকাতার ভবানী ভবনে রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র দপ্তরে হাজিরা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হল তাঁকে, তেমনই অন্যদিকে নতুন মামলায় নিজের গ্রেপ্তারি এড়াতে আগাম কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েও আপাতত কোনো তাৎক্ষণিক স্বস্তি পেলেন না তিনি। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত মঙ্গলবার দুবাই থেকে দেশে ফেরেন টুলু মণ্ডল। এরপর বৃহস্পতিবারই সিউড়ির সুভাষপল্লিতে তাঁর বাড়িতে নোটিস পাঠিয়ে তাকে ভবানীভবনে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তলব করে সিআইডি। সেই নির্দেশ মেনে শুক্রবার দুপুর ২টোর আগেই ভবানীভবনের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ-এর দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। এই বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, গত বছরের ১৬ নভেম্বর রাজারহাট-নারায়ণপুর এলাকায় টুলু মণ্ডলের এক ম্যানেজারের গাড়ি থেকে নগদ ৫ কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এত বিপুল পরিমাণ এই নগদ টাকার উৎস কী এবং তা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতেই মূলত এদিন টুলু মণ্ডলকে জেরা করেন সিআইডি আধিকারিকরা। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যায় ভবানীভবন থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। যদিও ভবানীভবনে হাজিরার পাশাপাশি এদিনই কলকাতা হাইকোর্টে টুলু মণ্ডলের দায়ের করা জোড়া মামলার শুনানি ছিল। মূলত কয়েক হাজার কোটি টাকার পাথর খাদান ও ডিসিআর দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তারি থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিলেও, রাজারহাটের ৫ কোটি টাকা উদ্ধার সহ অন্যান্য এফআইআর-এ পুলিশ যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে না পারে, সেই আর্জি জানিয়ে হাই কোর্টে রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদন করেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে আদৌ কোনো লুকআউট নোটিস জারি হয়েছে কি না, তাও জানতে চাওয়া হয় ওই আবেদনে। তবে শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে এই মামলার শুনানি হলে আদালত টুলু মণ্ডলকে নতুন করে কোনো অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেয়নি। এর পরিবর্তে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, আগামী ২৬ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্য সরকারকে এই মামলার কেস ডায়েরি এবং লুকআউট নোটিস সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী মহলের মতে, সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ থাকায় আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তদন্তকারীরা তাঁকে হেপাজতে নিতে না পারলেও, রাজারহাটের নগদ টাকা উদ্ধারের মামলায় সিআইডি-র সক্রিয়তায় নতুন করে চাপে পড়েছেন এই পাথর ব্যবসায়ী। এখন সকলের নজর আগামী ২৬ নভেম্বরে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের জমা দেওয়া রিপোর্ট এবং পরবর্তীতে ৭ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকেই।

কসবার অভিজাত আবাসনে চুরি, গ্রেপ্তার লালবাজারে কর্মরত মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবার একটি অভিজাত আবাসনে সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরির তদন্ত করতে নেমে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার। ধৃতের নাম প্রিয়াঙ্কা পাঁজা ওরফে চুমকি পাঁজা। তিনি লালবাজারে কর্মরত ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। চলতি সপ্তাহে কসবা থানা এলাকায় একটি আবাসনে চুরির ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না এবং প্রায় দু'লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমে আবাসন এবং আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন গোয়েন্দারা। সেই ফুটেজেই চুরির পর একটি মোটরবাইকে কয়েকজনকে পালাতে দেখতে পাওয়া যায়। এরপরই তদন্তকারীদের নজরে আসে, বাইকটি চালাচ্ছিলেন কলকাতা পুলিশেরই এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার। এরপর ওই বাইকের নম্বরপ্লেটের সূত্র ধরে এগিয়ে তদন্তকারীরা অভিযুক্তের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি তাঁর মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশনও পরীক্ষা করা হয়। সেই সূত্রেই শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, 'কসবা এলাকার একটি চুরির ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত। তাঁদের খোঁজ চলছে।' যদিও তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই চুরির ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়। পুলিশের সূত্রের দাবি, কাজের অবসরে পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে বাইকে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতেন ওই ধৃত মহিলা। কোন বাড়িতে লোকজন থাকেন না, কোথায় বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে, সেই বিষয়ে আগাম খোঁজখবর নেওয়া হত বলে তদন্তে উঠে আসে। আর ফাঁকা বাড়ি চিহ্নিত করার পর সেখানে চুরির পরিকল্পনা করা হত বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।



কলকাতার নিউটাউনের রবীন্দ্র তীর্থ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল মাস্ক ডান্স ফেস্টিভালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

সব্যসাচী-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও প্রোমোটারদের বাড়ি-অফিসে ইডির তল্লাশি

কলকাতার ১২টি ঠিকানায় অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খুন ও তোলাবাজির মামলার তদন্ত করতে নেমে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে কলকাতার ১২টি জায়গায় শুক্রবার তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এদিন সকাল থেকেই লেকটাউন ও সল্টলেক-সহ বিভিন্ন এলাকায় এই বিশেষ অভিযান শুরু হয়। এদিন তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ কয়েক জন ব্যবসায়ী ও আবাসন প্রোমোটার। তাঁদের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের বেআইনি অর্থ ব্যবসা ও নির্মাণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়েছিল কি না, তারই নথি খুঁজছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই তদন্তের সূত্র এখন রাজ্য পুলিশের হাতে। খুন ও তোলাবাজির অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ আর্থিক লেনদেনের হদিশ পায়। সেই সময় সব্যসাচী-ঘনিষ্ঠ কয়েক জনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছিল বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। ওই সম্পদের উৎস এবং টাকার লেনদেনের পথ খুঁজতেই এবার তদন্ত করতে শুরু করল ইডি।

সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতেই ইডি এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট (ইসিআইআর) নথিভুক্ত করে। তারপর থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থা নিজেদের মতো করে আর্থিক লেনদেনের তদন্ত চালাচ্ছে।

২৭ নভেম্বর উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের ফল, বিকেল ৩টে থেকে অনলাইনে দেখা যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের ফল প্রকাশের জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। চলতি মাসের ২৭ তারিখ ফল প্রকাশ করবে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ফল ঘোষণার দিন ও সময় জানিয়ে দেয় সংসদ। ২৭ তারিখ দুপুর আড়াইটে নাগাদ সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করা হবে। বিকেল ৩টে থেকে অনলাইনে নিজেদের ফল দেখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। তবে প্রকাশিত ফল জানতে সংসদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে যেতে হবে। সেখানে পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিলেই ফল দেখতে পাওয়া যাবে। তৃতীয় সেমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের ফলও একই দিনে প্রকাশিত করা হবে। যদিও স্কুলগুলির জন্যও ফল ডাউনলোডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংসদের নির্দিষ্ট পোর্টালে নিজেদের লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের ফল এবং সামগ্রিক ফলের সারসংক্ষেপ স্কুলগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। সেই কপিতে স্কুলের সিল ও প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর দিয়ে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই বছর তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষায় বসেছিলেন মোট ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৬৭ জন পরীক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ২ হাজার ৮০৬ এবং ছাত্র ছিল ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৬১ জন। রাজ্যের মোট ৮২৫টি কেন্দ্রে মোট ২০১৫টি ভেন্যুতে পরীক্ষা নেওয়া হয়। গত ২১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা শেষ হয় ১৪ অক্টোবর। এরপর ১৬ অক্টোবর সম্ভাব্য উত্তরপত্র প্রকাশ করে সংসদ। উত্তরপত্রে কোনও ভুল বা অসংগতি থাকলে পরীক্ষার্থীদের আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর ২৭ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে সেই আপত্তি জমা নেওয়া হয়। এবার ২৭ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশের অপেক্ষা করছেন পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরা।

রাজ্য যুব মোর্চার ২৯ জনের নতুন কমিটি ঘোষণা রাজ্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের পর রাজ্যের নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত করতে রাজ্য যুব মোর্চার নতুন কমিটি ঘোষণা করল বঙ্গ বিজেপি। শুক্রবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের অনুমোদনের পর ২৯ জনের এই নতুন কমিটির তালিকা প্রকাশ করল যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি অমিত সামন্ত (আমতার বিধায়ক)। এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই নতুন কমিটিতে সভাপতি অমিত সামন্ত (হাওড়া গ্রামীণ) ছাড়াও ১০ জন সহ-সভাপতি, ৪ জন সাধারণ সম্পাদক, ১০ জন সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, ১ জন দপ্তর সম্পাদক এবং ১ জন যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক রাখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাজ্যের প্রায় সমস্ত সাংগঠনিক জেলা থেকেই প্রতিনিধি রেখে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

রাজ্য যুব মোর্চার নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি-

সভাপতি অমিত সামন্ত (হাওড়া গ্রামীণ)

সহ-সভাপতি (১০ জন) অধ্যাপক উত্তম অধিকারী (ব্যারাকপুর), মুকুন্দ ঝা (দক্ষিণ কলকাতা), বুবাই ঘোষ (বসিরহাট), প্রিয়াঙ্কা শর্মা (হাওড়া টাউন), সমীর রায় (কোচবিহার), গোপাল গায়ালি (বনগাঁ), রমেশ প্রামাণিক (পুরুলিয়া), অরিত্র চট্টোপাধ্যায় (কাটোয়া), রাহুল সিং (আসানসোল) এবং পিন্টু দাস (উত্তর কলকাতা শহরতলি বা নর্থ সাবার্বান)।

সাধারণ সম্পাদক (৪ জন) সুরঞ্জন সরকার (হুগলি), সপ্তর্ষি সরকার (জলপাইগুড়ি), কুন্দন শাহ (বর্ধমান) এবং আশিস বিশ্বাস (দক্ষিণ নদিয়া)।

সম্পাদক (১০ জন) সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (বোলপুর), ডাঃ অপূর্ব দত্ত (হুগলি), স্বাতী সেনাপতি (হাওড়া গ্রামীণ), পঙ্কজ প্রসাদ (শিলিগুড়ি), শুভঙ্কর চম্পতি (দক্ষিণ মালদা), তমসা চট্টোপাধ্যায় (দক্ষিণ কলকাতা), সোমনাথ বক্সী (তমলুক), কৌশিক দাস (জঙ্গিপুর), বিমলেশ তিওয়ারি (ব্যারাকপুর) এবং বিশ্বজিৎ সরকার (উত্তর নদিয়া)।

অন্যান্য পদাধিকারী কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন রাম মণ্ডল (বর্ধমান) এবং যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান)। এছাড়াও দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন সৌরভ রায় (দক্ষিণ নদিয়া) এবং যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক হয়েছেন দিতি ভট্টাচার্য (বনগাঁ)।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে যুব সমাজের মধ্যে দলের ভিত্তি আরও মজবুত করতে এবং বুথ স্তরে সংগঠনকে চাঙ্গা করতেই তরুণ ও অভিজ্ঞ মুখের ভারসাম্য রেখেই এই কমিটি তৈরি করল রাজ্যের গেরুয়া শিবির। বিশেষ করে হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাশাপাশি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও মালদার মতো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হল এই তালিকায় বলেই মনে করছেন রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

হকারদের স্বনির্ভর করতে একাধিক প্রকল্পের সুবিধা, পিএম স্বনিধি নিয়ে বিস্তারিত জানালেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের শুধু ঋণ দিলেই হবে না, তাঁদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বলতে গিয়ে এই লক্ষ্যকেই শুক্রবার সামনে আনলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার ধারের হকার ও ছোট ব্যবসায়ীরা ধাপে ধাপে ঋণ পাওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের আরও পাঁচটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধাও পেতে পারেন। এদিন অগ্নিমিত্রা জানান, প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পে প্রথম ধাপে ১০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। সেই টাকা সময়মতো শোধ করলে পরের ধাপে ২০ হাজার বা ২৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় ধাপে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত



ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে। এছাড়াও নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের জন্য ভবিষ্যতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সংস্থানও রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্যের সব হকারদের জন্য পৃথক ঋণ প্রকল্পের কথাও শুক্রবার তুলে ধরেন মন্ত্রী। সেখানে প্রথমে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সেই ঋণ শোধ করলে পরবর্তী ধাপে ২৫ হাজার এবং তার পরে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। এইক্ষেত্রে অগ্নিমিত্রার দাবি, এই প্রকল্পের আওতায় যাঁরা আসবেন, তাঁরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে যুক্ত হবেন। এছাড়াও ঋণের সুদে ভর্তুকিও পাবেন তাঁরা। এদিন মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্পের সুবিধা কেবল ঋণ পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপভোক্তারা স্বাস্থ্য, বিমা ও সামাজিক সুরক্ষা-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের আরও পাঁচটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। তাঁর মতে, এর ফলে হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়বে। এই প্রকল্পের সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে শুক্রবার অগ্নিমিত্রা জানান, নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'পিএম স্বনিধি সম্মান পুরস্কার ২০২৬'-এ ঋণ প্রদানের বিভাগে সারা দেশে তৃতীয় স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ডিজিটাল লেনদেনের বিভাগে প্রথম হয়েছে দুর্গাপুর পুরনিগম। এই স্বীকৃতি রাজ্যের হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বনির্ভর করে তোলার কাজে আরও উৎসাহ জোগাবে বলে মনে করেন তিনি।

সম্পাদকীয়

বিচারব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্যে আরও সতর্কতা দরকার জনপ্রতিনিধিদের

আদালতের রায় তাঁর পক্ষে গেলে ভালো, আর না গেলেই প্রকাশ্যে বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ, এটা একটা অলিখিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় রাজনীতিতে। যখন তখন রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধিরা বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করে বসছেন। সমালোচনা করছেন বিচারপতিদেরও। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে। কথায় কথায় আদালতে যাওয়া, এবং সেই রায় না পসন্দ হলেই সরাসরি আক্রমণ করা হচ্ছে বিচার বিভাগকে। বিষয়টা চিন্তার, কারণ, যতদিন যাচ্ছে, এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। আপাতত যা রোগে পরিণত হয়েছে। এই প্রবণতা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, দেশের নেতৃস্থানীয় লোকজন যদি বারবার এভাবে খুলে আম বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করেন, তাহলে জনগণ কোথায় যাবে? আদালতে যদি ন্যায়বিচার না পাওয়া যায় তাহলে ওপায়? কোথায় যাবে মানুষ? কীভাবে পাবে বিচার? গোটা ব্যবস্থাটাই তো তাহলে ভেঙে পড়বে। এটা নিশ্চয় কাম্য হতে পারে না। একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ হল বিচার ব্যবস্থা। তার ওপর থেকেই যদি মানুষের ভরসা উঠে যায়, তারপর দলে দলে মানুষ যদি আইন হাতে তুলে নেয়, ভাবুনতো অবস্থাটা! অরাজকতা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? এতো শিউরে ওঠার মতো পরিস্থিতি! তাহলে কি এটাই চাইছেন দেশের রাজনীতিকদের একাংশ? স্পষ্ট করে বলুন, নয়তো এই সব আলটপকা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। মুশকিলটা হল, আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধিদের এক বড় অংশেরই ধারণা নেই, সমাজে তাদের ভূমিকাটা ঠিক কী? নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে গিয়ে, কখনও বা সস্তা হাততালি কুড়োতে গিয়ে তারা সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকেই চ্যালেঞ্জ করে বসছেন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখছেন না, এর পরিণত কী হতে পারে! তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষনেতা ও সাংসদ সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে এবং যে ভাষায় বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন তা নিয়ে চর্চা চলছে সর্বত্র। এভাবে কিছুদিনের জন্য হয়তো নিজেকে রাজনৈতিক ভাবে ভাসিয়ে রাখা যায়, কিন্তু এর ফল হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। সেটাও এবার বোঝার সময় এসেছে এইসব প্যারাট্রুপার পলিটিশিয়ানদের।

শব্দছক ৩১৭

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. আশ্চর্য ৩. জুয়া চোর ৫. ঘৃণা ৬. সজ্জা ৮. হৃষ্টপুষ্ট ১০. কপট ১২. ভব তরণের মাতা কালী ১৪. সাগরের মত শোক ১৬. শতরঞ্জ খেলা ১৭. ত্রিলোকের সর্বনিম্নস্থ লোক ১৯. স্রোতস্বিনী ২১. যে দেশের রাজধানী কাঠমাণ্ডু ২২. উন্নত শহর ২৩. পয়ঃপ্রণালী

ওপর-নিচ: ১. তাড়া দেওয়ানো ২. কালা ৩. বড় সংবাদ ৪. র'সে যাওয়া ৭. মাতা ৯. শব্দ করে নিরস্কার ১১. যে লতিয়ে চলে ১২. ভগবান, মানুষ ও দৈত্যের মধ্যে ত্রিনয়ন যার আছে ১৩. শূণ্যতা ১৪. সুন্দর দর্শন ১৫. সফেদ ১৭. উদ্‌যাপন ১৮. মুহূর্ত ২০ দরিদ্র

সমাধান ৩১৬ — পাশাপাশি: ১. দড়ি ২. হলকা ৫. বলাকা ৬. খল ৭. পলা ৯. হরপার্বতী ১১. তিল তিল ১৩. শশধর ১৬. প্রতীক্ষালয় ১৮. নক্ত ১৯. মার ২০. তাক ২১. আনন ২১. কারা

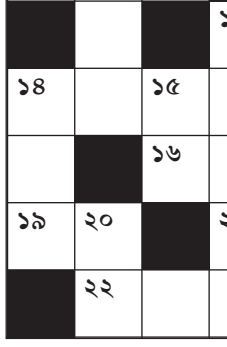
ওপর-নিচ: ১. দলপতি ২. হলাহল ৩. লকার ৪. মালতী ৬. খর্ব ৮. লাল ১০. পাপোশ ১২. তিতিক্ষা ১৩. শয়তান ১৪. ধন ১৫. রক্তধারা ১৬. প্রমাণ ১৭. তীর

আজকের দিন



- **২০০৪** — নিন্টেন্ডো ডিএস উত্তর আমেরিকায় মুক্তি পায়।
- **২০১৭** — ৩৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পর জিম্বাবুয়ের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন রবার্ট মুগাবে।
- **২০১৯** — টেসলা তাদের সাইবারট্রাক চালু করে।

জন্মদিন



- **১৯২৬** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রেমনাথের জন্মদিন।*
- **১৯৩৪** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতার জন্মদিন।*
- **১৯৩৮** *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী হেলেনের জন্মদিন।*

রুমা গুহঠাকুরতা

শেনঝেনের ক্ষমতার সমীকরণে ভারত কোথায়?

ট্রাম্প, পুতিন ও শি জিনপিংয়ের বৈঠক বিশ্বরাজনীতিতে নতুন প্রশ্ন তুলেছে, তিন মহাশক্তির বোঝাপড়ার বাইরে কি এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা সম্ভব?

উজ্জ্বল কুমার দত্ত



ইতিহাসের কিছু মুহূর্ত থাকে, যাদের তাৎপর্য কেবল বৈঠকের টেবিলে বসা মানুষগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই মুহূর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে গোটা পৃথিবী। ১৯ নভেম্বর চিনের শেনঝেনে তেমনই এক দৃশ্যের সাক্ষী হল বিশ্ব। একই টেবিলে মুখোমুখি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিন দেশের বর্তমান রাষ্ট্রনেতাদের এই প্রথম ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। স্থানটি চিনের প্রযুক্তিনগরী শেনঝেন। উপলক্ষ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্মেলন (এপেক)। বৈঠকের ছবিটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। কিন্তু ছবির বাইরেও যে প্রশ্নটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হল;এই তিন শক্তির নতুন সমীকরণে ভারতের অবস্থান কোথায়?

১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা সম্মেলনের কথা মনে পড়ে? সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্বে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের আলোচনায় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্ষমতার মানচিত্র নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছিল। সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ইউরোপের ভাগ্যকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করেছিল। শেনঝেনের বৈঠককে অবশ্য সরাসরি ইয়াল্টার পুনরাবৃত্তি বলা যাবে না। সময় আলাদা, বাস্তবতা আলাদা, শক্তির বিন্যাসও পৃথক। তবু ইতিহাসের এই দুই মুহূর্তের মধ্যে একটি অসাধারণ মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি বৃহৎ শক্তি নিজেদের স্বার্থ ও বিশ্বব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে একত্র হয়েছে। প্রশ্ন হল, এই আলোচনায় অন্য দেশগুলির স্বার্থ কতটা গুরুত্ব পাবে?

শেনঝেনের বৈঠকের পর প্রকাশিত চার দফা ঘোষণায় রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার, পরিশোধিত জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) এক্তিয়ার এবং পারমাণবিক ঝুঁকি হ্রাসের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ঘোষণায় বলা হয়েছে, পারমাণবিক যুদ্ধে কোনও পক্ষের জয় সম্ভব নয় এবং এমন যুদ্ধ কখনও হওয়া উচিত নয়। কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে শেষ অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি নিউ স্টার্টের মেয়াদও শেষ হয়েছে। ফলে বিশ্বের বৃহত্তম দুই পারমাণবিক শক্তির অস্ত্রভান্ডারের উপর কার্যকর দ্বিপাক্ষিক সীমাবদ্ধতা আর নেই। এই পরিস্থিতিতে নতুন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তবে ঘোষণার ভাষা যতটা আশাব্যঞ্জক, তার বাস্তব ফলাফল এখনও ততটা স্পষ্ট নয়। ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সমাধান ঘোষণায় নেই। ইরানের যুদ্ধ নিয়েও কোনও যৌথ সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়নি। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনার অঙ্গীকার থাকলেও নির্দিষ্ট সময়সীমা বা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, বৈঠকটি আপাতত ঐকমত্যের চেয়ে কূটনৈতিক সদিচ্ছার প্রকাশ বেশি। তবু এর প্রতীকী গুরুত্ব কম নয়। পুতিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাশিয়ার অবস্থানকে দৃশ্যমান করলেন, শি জিনপিং চিনের আয়োজক ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ট্রাম্প দেখালেন যে আমেরিকার দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গেও সরাসরি আলোচনায় বসতে তিনি আগ্রহী। এই সমীকরণের বাইরে দাঁড়িয়ে ভারতের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। কারণ, ভারত আজ কেবল দক্ষিণ এশিয়ার একটি বৃহৎ রাষ্ট্র নয়। ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলপথ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সামুদ্রিক রুট, জ্বালানি পরিবহণ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তার সঙ্গে ভারতের অবস্থান গভীরভাবে যুক্ত। মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি আমদানি, রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সহযোগিতা, আমেরিকার সঙ্গে প্রযুক্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক এবং চিনের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত;সব মিলিয়ে ভারত এমন এক ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে, যেখানে কোনও একটি শক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে অন্য সব সম্পর্কের বিকল্প করে তোলা সম্ভব নয়। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গত কয়েক দশকে বহুমাত্রিক হয়েছে। প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, প্রযুক্তি, বাণিজ্য এবং ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তায় দুই দেশের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে, রাশিয়া ভারতের দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগী। সামরিক সরঞ্জাম, জ্বালানি এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে মস্কোর সঙ্গে দিল্লির সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। আবার চিন ভারতের বৃহৎ প্রতিবেশী ও প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের একটি। একই সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে গভীর অবিশ্বাসও রয়েছে। এই তিন বাস্তবতাকে একসঙ্গে সামলানোই ভারতের কূটনীতির সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

এখানেই ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব। কোনও আন্তর্জাতিক জোটের অন্ধ অনুসারী না হয়ে নিজের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার নীতিই ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই স্বায়ত্তশাসন কেবল বক্তব্যে থাকলে চলবে না। অর্থনৈতিক শক্তি, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, সামরিক প্রস্তুতি এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক;সব ক্ষেত্রেই তার বাস্তব ভিত্তি তৈরি করতে হবে।

শেনঝেনের ঘোষণায় জ্বালানি সরবরাহের স্থিতিশীলতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের মতো আমদানিনির্ভর অর্থনীতির কাছে এর তাৎপর্য গভীর। হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ জলপথে অস্থিরতা দেখা দিলে তার অভিঘাত সরাসরি পৌঁছয় ভারতের বাজারে। তেলের দাম বাড়ে, পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, মুদ্রাস্ফীতির চাপ তৈরি হয়। ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা ভারতের কাছে নিছক অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এটি জাতীয় নিরাপত্তারও অংশ। এই প্রশ্নে ভারতকে বাদ দিয়ে কোনও বৃহৎ শক্তির আলোচনা দীর্ঘমেয়াদে কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় থাকবেই।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তিন রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের কথা বলেছেন। অথচ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদে ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন বহুদিন ধরে আলোচনায়। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, বিপুল জনসংখ্যা, দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় দীর্ঘ অবদানের পরেও ভারত এখনও সেই কাঠামোর বাইরে। বিশ্বব্যবস্থার সংস্কার যদি সত্যিই উদ্দেশ্য হয়, তবে ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

তবে ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জ কেবল আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের জায়গা দাবি করা নয়। দেশের ভিতরেও অর্থনৈতিক বৈষম্য, কর্মসংস্থান, গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ, উৎপাদনশিল্পের প্রসার এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার প্রশ্ন রয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র হওয়ার জন্য শুধু কূটনৈতিক ভাষণ যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা ও উৎপাদনের ভিতকে মজবুত করা। বিশ্বরাজনীতিতে সম্মান শেষ পর্যন্ত অর্জিত হয় বাস্তব সক্ষমতার ভিত্তিতে।

শেনঝেনের বৈঠক তাই ভারতের কাছে সতর্কবার্তা, আবার সম্ভাবনার ইঙ্গিতও। বিশ্ব ক্রমশ বহুমেরু ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। সেখানে কোনও একটি শক্তি এককভাবে সব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক সমঝোতার আড়ালে ছোট ও মাঝারি রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতকে সেই বাস্তবতা বুঝে নিজের কূটনৈতিক পরিসর বাড়াতে হবে।

প্রশ্নটি তাই ভারতকে বাদ দিয়ে তিন শক্তি বৈঠক করতে পারে কি না, তা নয়। অবশ্যই পারে। কিন্তু ভারতকে উপেক্ষা করে এশিয়ার নিরাপত্তা, ভারত মহাসাগরের স্থিতিশীলতা কিংবা বিশ্ব অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি সমীকরণ নির্ধারণ করা কতটা সম্ভব? শেনঝেনের ক্ষমতার টেবিল থেকে ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এই;বিশ্বের অন্য শক্তিগুলি কী সিদ্ধান্ত নিল, শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। নিজেদের শক্তি ও স্বার্থের ভিত্তিতে আলোচনার টেবিলে সমান মর্যাদার জায়গা তৈরি করতে হবে। কারণ, ইতিহাসে জায়গা পাওয়া যায় না; নিজের অবস্থান নিজেকেই নির্মাণ করতে হয়।

(মতামত ব্যক্তিগত)

'হলিউড থ্রিলার'কেও হার মানিয়েছেন যিনি

অসীম সুর চৌধুরী



১৯৮৮ সালের এপ্রিল , মে মাসের ঘটনা। স্বর্ণমন্দিরের নিয়ন্ত্রন চলে গিয়েছিল খালিস্থানি জঙ্গিদের হাতে। তাঁরা স্বর্ণমন্দিরের ভেতর আটকে রেখেছিল কিছু দর্শনার্থীকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রোমানিয়ার কূটনীতিক লিভিউ রাদু (যদিও রোমানিয়া সরকারী ভাবে স্বীকার করে নি) । জঙ্গিদের বিস্তারিত তথ্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কারো কাছেই ছিল না। কিন্তু স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে ঢুকে অপারেশান চালাবার তোড়জোড় চলছিল, যার পোশাকি নাম ছিল 'ব্ল্যাক থান্ডার-টু'। সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রী রাজীব গান্ধী। তিনি চাইছিলেন না আর একটা 'অপারেশন ব্লু স্টার' হোক। ১৯৮৪ সালের সেই অপারেশানে ৪০০ র বেশী জঙ্গী ও সাধারন মানুষ মারা যায়। শহিদ হয়েছিলেন ৮৭ জন সেনা ও পুলিশ জওয়ান। অনেকের মতে সংখ্যাটা আরও বেশী। উগ্রপন্থীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ না করে অপারেশন চালাতে গিয়ে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল সরকার। এছাড়া দেশে ও বিদেশের সমালোচনাও সইতে হয়েছিল। তাই এবারে সরকার আঁটঘাট বেঁধে নামতে চাইছিল। কেন্দ্র ও পাঞ্জাব সরকার স্বর্ণমন্দিরের ভেতরের তথ্য সংগ্রহ করার জোর চেষ্টা চালাতে লাগলো।

ঠিক ঐ সময় স্বর্ণমন্দিরের সামনের রাস্তায় একজন লুঙ্গি - কুর্তা পরিহিত অচেনা রিক্সাওয়ালাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেলো। কয়েক দিন নজরে রাখার পর রিক্সাওয়ালাকে জঙ্গিদের সন্দেহ হল। তাঁকে স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে ধরে নিয়ে গেল তাঁরা। ভারতীয় গুপ্তচর সন্দেহ করে তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করলো। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই রিক্সাওয়ালার কথায় উগ্রপন্থীরা মোহিত হয়ে গেল। চোস্ত উর্দুতে রিক্সাওয়ালা জানাল সে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই এর এজেন্ট। খালিস্তানি আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান তাঁকে পাঠিয়েছে। তারপর ফটাফট পাকিস্তানের নানা জায়গার বিবরন দিতে শুরু করলো। কোথায় শিখদের বাসস্থান ও গুরুদ্বার আছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে লাগলো। আই এস আই-এর কিছু শীর্ষ অফিসার এর নাম গড়গড় করে বলে দিয়েছিল। রিক্সাওয়ালার কথায় জঙ্গিরা অভিভূত হয়ে গেল। তাঁরা রিক্সাওয়ালাকে পাকিস্তানের এজেন্ট আর ভারতের শত্রু ভাবতে লাগলো। নিজেদের লোক মনে করে তাঁকে নিয়ে স্বর্ণমন্দির চত্বর ঘুরে দেখালো। কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে জঙ্গিদের যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা রিক্সাওয়ালার হাতের মুঠোয় এসে গেল। এর পরের ঘটনা সবাই জানে। ১৯৮৮ সালের ১০ মে শুরু হয়েছিল 'অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডার-টু'। পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান কে পি এস গিলের নেতৃত্বে অপারেশনটা চলেছিল ১৯ মে পর্যন্ত। অপারেশনে প্রাণ হারিয়েছিল ৪১ উগ্রপন্থী আর আত্মসমর্পণ করেছিল ১৪৬ জন। কোন সেনা বাঁ পুলিস মারা যায় নি। ক্ষয়ক্ষতি হয়ে ছিল।

অপারেশন শুরু হওয়ার পর আর সেই আই এস আই এজেন্টকে মন্দির চত্বরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। রিক্সাওয়ালার বেশে ঐ পাকিস্থানি এজেন্ট আসলে ছিলেন ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর দুঁদে অফিসার অজিত ডোভাল, যিনি ভারতের 'জেম্‌স বন্ড' নামে পরিচিত। কেউ কেউ তাঁকে 'সুপার স্পাই' বা 'চানক্য' নামে ও ডাকেন। তিনি ই বাস্তবের 'ধুরন্ধর'। দেশের সংকটের সময় যার মস্তিস্ক প্রসূত নানা পরিকল্পনা দেশকে আলোর পথ দেখিয়েছে। মিঃ ডোভালের জীবন কাহিনী কোন হলিউড থ্রিলারের থেকে কম নয়। তাঁর কর্মজীবনের প্রতি ধাপে রয়েছে রোমাঞ্চ।

১৯৪৫ সালের ২০ জানুয়ারি, উত্তরাখন্ডের পৌড়ি গাড়োয়াল জেলায় জন্মেছিলে অজিত কুমার ডোভাল। তাঁর বাবা গুণানন্দ ডোভাল ছিলেন সেনাবাহিনীর মেজর। আগ্রা ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্সে মাস্টার ডিগ্রি করার পর ১৯৬৮ সালে সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় বসেন। প্রথম বারেই বাজিমাত। কেরালা ক্যাডারের আইপিএস হিসাবে কোট্টায়ামের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারের পদে প্রথম পোস্টিং পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর পুলিশে যোগ দেয়ার চার বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনায় তিনি দিল্লির শীর্ষ অফিসারদের নজর কেড়ে নেন।

১৯৭১ সালের শেষের দিকে কেরলের থ্যালাইসারিতে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা লাগে। কিন্তু পুলিশের বল প্রয়োগ করেও দাঙ্গা থামানো যাচ্ছিল না। প্রতিদিনই লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, মারপিট, এইসব চলছিলই। কেরলের তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে করুনাকরন চাইছিলেন একজন মধ্যস্থতাকারী পুলিশ অফিসার যিনি দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে কথা বলে মীমাংসা করিয়ে দেবেন। তরুন ডোভালকে পাঠানো হল এই কঠিন কাজটা করতে। থ্যালাইসারিতে গিয়ে তিনি দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে লাগলেন। ম্যাজিকের মতো কাজ হল। ওখানে শান্তি ফিরল। শুধু তাই নয় দাঙ্গাকারীরা লুটের সব মাল ফেরত দিয়ে দিয়েছিল।

কেরলে ডোভালের এই সফলতার কাহিনী দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ১৯৭২ সালে ডোভালকে ইন্টালিজেন্স ব্যুরো (আই বি) এর অফিসার করে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন আগে থেকেই উত্তর পূর্বের কেন্দ্র শাসিত মিজোরামে শুরু হয়েছিল মিজো বিদ্রোহ। সেখানে মিজো ন্যাশনাল ফন্টের অবিসংবাদী নেতা লালডেঙ্গা সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছিলেন। ভারত সরকার চাইছিল মিলিটারি অপারেশন না চালিয়ে কথা বার্তার মাধ্যমে শান্তি ফেরাতে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? এগিয়ে এসেছিলেন টগবগে তরুন অজিত ডোভাল। লালডেঙ্গার জঙ্গী ঘাঁটি ছিল মায়ানমারের পার্বত্য অঞ্চলে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে অজিত ডোভাল উপস্থিত হয়েছিলেন জঙ্গিদের ক্যাম্পে। বেশ কিছু দিন জঙ্গিদের সাথে কাটিয়ে ডোভাল বুঝতে পারলেন এখানকার সাত কমান্ডারই লালডেঙ্গার শক্তি। তাঁর কথার মায়াজালে সাত জনের মধ্যে ছয় জনই ভারত সরকারের পক্ষে চলে গেলেন। শেষমেশ বাধ্য হয়ে ১৯৮৬ সালে লালডেঙ্গা শান্তি চুক্তিতে সই করে। মিজরাম আলাদা রাজ্যের মর্যাদা পায় এবং লালডেঙ্গা মিজরামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন।

১৯৭৫ সালের আগে সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সেখানে চোগিয়াল রাজবংশের শাসন ছিল। তখনকার রাজা 'নামগিয়াল' এর স্ত্রী ছিলেন একজন আমিরিকান, নাম 'হোপ কুক'। অভিযোগ ছিল, রানি হোপ কুক মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-র সাথে যুক্ত। তিনি সিকিমকে ভারতের প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং রাজার মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। চিন্তিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য চাইলেন।

'আইবি' র দুঁদে অফিসার অজিত ডোভালকে সিকিমের পরিস্থিত মোকাবিলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ডোভাল ছদ্মবেশে স্থানীয়দের মধ্যে মিশে গেলেন। যারা রাজতন্ত্রের বিরোধী তাদের সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সিকিম বাসীরা সোচ্চার হতে লাগলেন। পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে দেখে নামগিয়াল এর স্ত্রী হোপ কুক আমেরিকায় পলায়ন করলেন। তিনি আর কোনদিন সিকিমে ফিরে আসেন নি। কিছু দিনের মধ্যে সিকিমে রাজতন্ত্রের পতন হল। ১৯৭৫ সালে সিকিমের বিধানসভায় ভারতের অন্তর্ভূক্তি বিল পাশ হল। সিকিম আমাদের ২২ তম রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল।

১৯৭৪ সালে ভারতের প্রথম পরমানু পরীক্ষা পাকিস্তানকে খুব চাপে ফেলে দিয়েছিল। তাঁরা মরিয়া হয়ে পরমাণু বোমা তৈরির কলা কৌশলের খোঁজ চালাতে লাগল। ১৯৭৮ সালে পাকিস্থানের মসনদ 'জিয়াউল হক' দখল করার সঙ্গে সঙ্গে খুব গোপনে পরমানু বোমার পরীক্ষা শুরু হল। ভারত সরকারের কাছে খবর ছিল, চীনের সাহায্যে পাকিস্থানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৪৭ কিমি দূরে কাহুটা র 'খান রিসার্চ ল্যাবরেটারি' তে কিছু তো একটা চলছে। কিন্তু কোন প্রমান নেই। গোপনে পাঠানো হল অজিত ডোভালকে। কাহুটায় পৌঁছে তিনি ছদ্মবেশ ধারন করলেন। ভিখারীর বেশে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। খান রিসার্চ ল্যাবরেটারির আশেপাশে ঘেঁষার কোন উপায় নেই। কঠোর নিরাপত্তা। তবে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে ডোভাল একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হল যে এখানকার একটা ছোট সেলুনে ঐ ল্যাবরেটারির সমস্ত বিজ্ঞানী চুল কাটতে আসে। ব্যাস কেল্লা ফতে। গোপনে সেই বিজ্ঞানীদের চুল তিনি পরীক্ষার জন্য ভারতে পাঠিয়ে দেন। বিজ্ঞানীরা যখন পরমাণু অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন তখন তাঁদের নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে হয় । তাঁরা অতি সতর্ক হয়ে পরীক্ষা করলেও মাথার চুলে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ লেগে থাকে। হোলও তাই। কিছুদিন পরে রিপোর্টে জানা গেল ঐ বিজ্ঞানীদের চুলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে। প্রমান হয়ে গেল খান ল্যাবরেটরীতে পরমানু পরীক্ষা চলছে। কিছুদিনের মধ্যে খবরটা লিক হয়ে পশ্চিমী বিশ্বে পৌঁছে গেল। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও মিত্র দেশগুলোর চাপে

পাকিস্তান পরমানু পরীক্ষা তখনকার মতো বন্ধ করলো। ডোভালের এই দুঃসাহসিক কাজ পাকিস্তানের পরমানু পরীক্ষাকে এক যুগ পেছনে ঠেলে দিয়েছিল।

অজিত ডোভালের আরো নানা দুঃসাহসিক ঘটনা রয়েছে, কিন্তু এই অল্প পরিসরে তা বলা সম্ভব নয়। দেশ যখন যখন গভীর সংকটে পরেছে, তিনি অন্তরালে থেকে তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে একটা না একটা রাস্তা বার করেছেন। ১৯৯৯ সালের কান্দাহার বিমান ছিনতাই হোক কিংবা ২০১৬ সালের পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেওয়া, অথবা ২০১৯ সালের বালাকোট স্ট্রাইক কিংবা হাল আমলের অপারেশন সিঁদুর, সব ঘটনা সমাধানের অন্যতম মস্তিস্ক ছিলেন অজিত ডোভাল।

ডোভাল ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করার পরেও তিনি নানা কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ২০০৯ সালের তিনি বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের দায়িত্ব নেন। অবসর সময়ে তিনি বেশ কয়েকটা নামী সংবাদপত্রে লেখার পাশাপাশি ভারতের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু অজিত ডোভালের মতো মানুষ বেশী দিন অবসরে থাকতে পারেন না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ক্ষমতায় আশার পরেই ডোভালকে ডেকে পাঠালেন। ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৩০ মে তাঁকে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উ

মদ-জুয়ার ঠেকের প্রতিবাদ করে কি খুন বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতি?

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কার্তিক পুজোর মেলায় বেআইনি মদ ও জুয়ার ঠেকের প্রতিবাদ করেই খুন হলেন বিজেপির মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতি। অভিযোগ উঠেছে এমনই। বৃহস্পতিবার রাত বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার ঋষিপুরের চাঁদপুর এলাকায়। শুক্রবার সকালে এই ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে জেলা পুলিশ, প্রশাসন ও স্থানীয় বিজেপি দলের বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জুয়েল মুর্মুকে নিহত ওই মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতির পরিবারের পাশে থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই তড়িঘড়ি সকালেই নিহত ওই বিজেপি নেতার বাড়িতে যান মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং। পরে দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক-সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্বের কার্যকর্তারা। এই ঘটনায় পুলিশ কানাই চৌধুরী নামে এক হামলাকারীকে আটক করেছে।



বিজেপির মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতি প্রতিবাদ করাতেই তাঁকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে।

এদিকে, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, হামলার ঘটনার পিছনে তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বেআইনিভাবে মদ-জুয়ার ঠেক চলছিল। এমনকী, এলাকার কার্তিক পূজার মেলাতেও জোর-জবরদস্তি কয়েকজন এই বেআইনি ঠেক চালাচ্ছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃতের নাম চন্দন মণ্ডল (৪৫)। তিনি ঋষিপুরের বাসিন্দা, পেশায় ডেকোরেটার্স ব্যবসায়ী। হবিবপুর ব্লকের বিজেপির মণ্ডল কমিটি সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। এই চাঁদপুর গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন ছয় মাথার ষড়ানন কার্তিক পুজো উপলক্ষে এক সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। সেই মেলাতেই এদিন রাতে আচমকায় বিদ্যুৎ চলে যায়। তখনই একদল যুবকদের মধ্যে জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় গোলমাল। বিষয়টি জানতে পেরে এই মেলা কমিটির কর্মকর্তা তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা চন্দন মণ্ডল ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং গোলমাল থামানোর চেষ্টা করেন। সেই সময় তাঁকে আচমকাই কানাই চৌধুরী-সহ কয়েকজন মারধর শুরু করে দেয়। বুকে জোরালো আঘাত লাগাতে ঘটনাস্থলে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই বিজেপি নেতা। তড়িঘড়ি তাকে বুলবুলচণ্ডী সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। আচমকা বুকে আঘাত লাগায় হৃদরোগে তিনি মারা যান। বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী গৃহকর্তাকে হারিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকেরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কানাই চৌধুরী-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন

স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য তারাশঙ্কর রায়ের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় তৃণমূল-আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী বেআইনি মদের ঠেক ও জুয়ার আসর চালিয়ে আসছে। এলাকার প্রাচীন কার্তিক পুজোকে ঘিরে এক সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। সেখানেও ওরা এভাবেই বেআইনি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। এই নিয়ে আমাদের দলের মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতি প্রতিবাদও করেছিলেন। তারপরে এদিন পরিকল্পনা করে সংগঠনের ওই নেতাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি পুলিশ সুপারকে অভিযোগ আকারে জানিয়েছি।' রাজ্যের মন্ত্রী তথা হবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মুর্মু বলেন, 'এই ধরনের অন্যায় কোনও ভাবেই আমরা বরদাস্ত করব না। হামলাকারীরা যেই হোক না কেন তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছি। অন্যায় ভাবে মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতির ওপর হামলা চালানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই ওই পরিবারটির সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যা রকম সহযোগিতা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

যদিও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফে জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'জুয়ার ঠেককে ঘিরে গোলমাল হয়েছে বলে শুনেছি। তাতে একজনকে হামলা চালিয়ে খুন করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এলাকার একদল যুবকদেরকে নিয়েই এই গোলমাল। এখানে রাজনৈতিক কোনও বিষয় যুক্ত নেই। বিজেপি ভিত্তিহীনভাবে তৃণমূলের নাম জড়ানোর চেষ্টা করছে।'

দ্বারকেশ্বরের বুকে দ্বিতীয় সেতুর প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এবার বাস্তবায়নের পথে। দ্বারকেশ্বর নদের উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের উদ্যোগ ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখছেন মহকুমার বাসিন্দারা। প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণের জন্য কেন্দ্রের তরফে ৩৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা হতেই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতা। সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে শুক্রবার বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শন করলেন পিডব্লিউডির আধিকারিকরা এবং আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ। সেতুর সম্ভাব্য অবস্থান, নির্মাণের উপযুক্ত জায়গা এবং কাজ শুরুর প্রাথমিক পরিকল্পনা নিয়ে সরেজমিনে খোঁজখবর নেন তাঁরা।



উল্লেখ্য, আরামবাগের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল দ্বারকেশ্বর নদের উপর অবস্থিত রামকৃষ্ণ সেতু। দীর্ঘদিন ধরেই এই সেতুর উপর যানবাহনের চাপ বাড়ছিল। তার মধ্যেই ২০২৫ সালের ৯ অগস্ট রাতে সেতুর গার্ডওয়ালের একটি বড় অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনার পর থেকেই সেতুর উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে আরামবাগের যান চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় তৈরি হয় ব্যাপক সমস্যা। প্রতিদিন যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও পরিবহণ কর্মীদেরও চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। সেতুর এই পরিস্থিতি সামনে আসতেই পুরনো সেতুর সংস্কার ও নতুন সেতু নির্মাণের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। একাংশের দাবি ছিল, পুরনো রামকৃষ্ণ সেতুর পরিবর্তে নতুন সেতু তৈরি করা হোক। আবার অনেকেই মনে করেন, ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ সামাল দিতে পুরনো সেতুর পাশাপাশি দ্বারকেশ্বর নদের উপর আরও একটি নতুন সেতু নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। সেই দাবিকেই সামনে রেখে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আরামবাগ মহকুমার চার বিধায়ক। এরপর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন মন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা ও যোগাযোগ করেন বিধায়করা। অবশেষে সেই উদ্যোগে সাড়া মেলে। দ্বারকেশ্বর নদের উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের জন্য ৩৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি। নিজের এক্স হ্যান্ডেলেও এই বরাদ্দের কথা জানান তিনি।

জানা যাচ্ছে, প্রস্তাবিত সেতুটি চার লেনের হবে। ফলে ভবিষ্যতে আরামবাগের যান চলাচলের ক্ষেত্রে এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সবমিলিয়ে দীর্ঘদিনের দাবি, একাধিক আন্দোলন ও প্রতিশ্রুতির পর অবশেষে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা হয়েছে। এই চার বিজেপি বিধায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেন আরামবাগ মহকুমার মানুষের কথা ভেবে সেতু নির্মাণে টাকা বরাদ্দ করার জন্য।

West Bengal Agro Industries Corporation Ltd.
(A Government Undertaking)
23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata- 700 001.

Engagement Circular No. 02/2026/WBAIC Ltd. Dated : 20.11.2026

West Bengal Agro Industries Corporation Ltd., Government of West Bengal Undertaking invites application for engagement for the post of Senior Consultant (Special Projects) on a Contractual basis.
The details are available on the Corporation's website. **(www.wbagroindustries.com)**

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
২য় ও ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

কপরিশিষ্ট – ৪ {বিধি-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১৫.০৯.২০২৬ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে আমাদের এন্টালি শাখার অধীন ফ্ল্যাট নং- ০৭, ৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১০/১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, পোঃ- কদমতলা, থানা- বাঁটরা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০১-এর **বাসিন্দা প্রয়াত অমৃত রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী অপর্ণা রায়কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত ১১,৪০,৪২২.০০ টাকা (মাত্র এগারো লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত বাইশ টাকা)** পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ২০শে নভেম্বর** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **২০.১১.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **১১,৫২,৬১৯.০০ টাকা (মাত্র এগারো লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত উনিশ টাকা)** এবং তার উপর সুদের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে। আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সুরক্ষিত সম্পত্তির উপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার সংক্রান্ত।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী	জমির ক্ষেত্রফল	দলিলের বিবরণ দলিল নং
শ্রীমতী অপর্ণা রায়	হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড নং-২৩-এর অন্তর্গত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১০/১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, পোঃ - কদমতলা, থানা- বাঁটরা, জেলা- হাওড়া-৭১১১০১-এ অবস্থিত বহুতল ভবনের ৩য় ফ্লোরে মার্বেল মেঝে সহ দুটি শয়নকক্ষ, একটি ডাইনিং কাম লিভিং, একটি খোলা রান্নাঘর, একটি স্নানাগার ও শৌচাগার এবং বারান্দা বিশিষ্ট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ ৫৭৬ বর্গফুট পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ০৭, তৎসহ উক্ত ভবনের নিচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং এর সাথে যুক্ত সমস্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধা সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা বুক-১, ভলিউম নং ০৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫৫৮১ থেকে ১৫৬২৩, দলিল নং-০৫০১০০৪০০/২০১৮ মূলে নিবন্ধিত এবং অপর্ণা রায়ের নামে রয়েছে।
ভবনের চৌহদ্দি: উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ এবং হোল্ডিং নং ১০/১৪, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, **দক্ষিণে-** ৯, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, **পূর্বে-** হোল্ডিং নং ১০/১৪, বৃন্দাবন মল্লিক লেনের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** ১০, বৃন্দাবন মল্লিক লেন।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে- বৃন্দাবন মল্লিক লেন, খোলা আকাশ, **দক্ষিণে-** শুভ্রা সাহা চৌধুরীর ফ্ল্যাট, **পূর্বে-** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে-** লতা দাসের ফ্ল্যাট।	১-০৫০১০০৪০০/২০১৮

কতারিখ: ২০.১১.২০২৬ স্থান: কলকাতা স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম জি (পুনঃপ্রকাশ)
উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, এরনাকুলম, কানপুর, দিল্লি, গুরুগ্রাম, কলকাতায়
মাল পরিবণ এবং ফরওয়ার্ডিং
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

দ্রষ্টব্য : এই ফর্ম জি ১৬.০৬.২০২৬ তারিখের ফর্ম জি-এর একটি পুনঃপ্রকাশ, যা ০৭.১১.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ঋণদাতা কমিটির সামনে উত্থাপিত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে এবং ১৯.১১.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ)-এর অধীনে সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতার মানদণ্ড অপরিবর্তিত রয়েছে। এই ফর্ম জি-এর সময়সীমা পূর্ববর্তী ফর্ম জি-এর সময়সীমাকে বাতিল করে তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

নং	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**মেসার্স উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** CIN: U61100TN2001PTC046793 PAN: AACCP2294G
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রেজি ঠিকানা এবং মূল ঠিকানা : নং ৫৬/৫৭, ৪র্থ তল, রাজাজি সালাই, চেন্নাই, তামিলনাড়ু, ভারত ৬০০০০১ ব্যবসার অতিরিক্ত স্থান (জিএসটিআইএন অনুযায়ী) ১. চেন্নাই ২. বেঙ্গালুরু ৩. মুম্বই ৪. এরনাকুলম ৫. কানপুর ৬. দিল্লি ৭. গুরুগ্রাম ৮. কলকাতা
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	নং ৫৬/৫৭, ৪র্থ তল, রাজাজি সালাই, চেন্নাই, তামিলনাড়ু ভারত ৬০০০০১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	সিআইআরপি শুরুর তারিখ থেকে নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	https://tinyurl.com/2a4uey3h
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	https://tinyurl.com/e23twxpu
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৮.১২.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১০.১২.২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫.১২.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭.১২.২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৭.১২.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬.০১.২০২৭
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	wizlogtechptltd.ibc@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	UDYAM-TN-02-0049488

চেন্নাই
২১.১১.২০২৬

স্বা/-
আর. ভেঙ্কটাকৃষ্ণান
প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P00115/2017-18/10250
রাজপরিস ত্রিমেনি টাওয়ারস, ২য় তল, ১৪৭, জি এন চেট্টি রোড, চেন্নাই - ৬০০ ০১৭
উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি আসানসোল
(আসানসোল ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস)
১ম ফ্লোর, বিজয় পাল সরণি, আসানসোল - ৭১৩৩০৪, ই-মেল- rasmeccc.asansol@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [বিধি ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৪৬৮৭০২১৬৮, হোম টপ আপ লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৫৪৪০৬৯৭৭০ এবং সুরক্ষা লোন অ্যাকাউন্ট নং-৪৩৫০৪৬৪৪৩০৯

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০.০৮.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা **শ্রী শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী স্বপ্না চক্রবর্তীকে** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১৬,৪২,০৫১.০০ টাকা (ষোল লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একান্ন টাকা) এবং ১৭.০৮.২০২৬** তারিখ থেকে সুদ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ১৮ নভেম্বর** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **১৬,৪২,০৫১.০০ টাকা (ষোল লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একান্ন টাকা) এবং ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে** পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদির জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিকানা : ঋণগ্রহীতা শ্রী শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী স্বপ্না চক্রবর্তী
জিতপুর উত্তররামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮/০৫/২০১৪ তারিখের অনুমোদিত নকশা এবং **২০১৩ সালের নিবন্ধিত দলিল নং ০২০৫৫**, পৃষ্ঠা নং-২৯১৯ থেকে ২৯৩৩, সিডি ভলিউম নং-১০, বুক-১-এ নিবন্ধিত অনুযায়ী মৌজা ঘিয়াদোবা, এলআর খতিয়ান নং ৭৫৮ এবং ৭৫৭-এর অধীনে আরএস/এলআর প্লট নং-৪১৩-এ অবস্থিত ১৪২৬ বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি দোতলা আবাসিক ভবন সহ **২ কাঠা ৮ ছটাক** পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ :
উত্তরে : বিপ্লব চন্দ্রের বাড়ি, **দক্ষিণে :** চিত্তরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি, **পূর্বে :** ফাঁকা জমি, **পশ্চিমে :** ফাঁকা জমি।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : আসানসোল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেইল রিকভারি বিভাগ (সিআইএন) এল৬৫১৯০এমএইচ২০০৪জিওআই১৪৮৮৩৮৪৪, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, টেলিফোন: (+৯১ ৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪

[পরিশিষ্ট ৪-ক] [বিধি ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাংশের অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট বন্ধককৃত / দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর নিকট থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বকেয়া আদায়ের জন্য ২২-১২-২০২৬ (মঙ্গলবার) "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "যাহা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণের পাশে প্রদর্শিত হয়েছে।
২২-১২-২০২৬ তারিখে নিলামযোগ্য সম্পত্তির বিবরণ (৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবি করা অর্থের পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট অ্যামাউন্ট ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
কেষ্টপুর শাখা	রাজু কুমার পাণ্ডে (ঋণগ্রহীতা) এবং শান্তি পাণ্ডে (সহ-ঋণগ্রহীতা)	মহেশতলা পুরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং জি২-১৩১/নিউ গ্রিন পার্ক রোড-৭, কলকাতা: ৭০০১৪১, মহেশতলা থানার স্থানীয় এখতিয়ারের অধীনে, মহকুমা - আলিপুর, ডিএসআর আলিপুর, এডিএসআর বেহালা, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), মৌজা - রামনগর-এর অন্তর্গত আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৩৩৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২২৬৭, আর.এস. নং ৭৪, তৌজি নং ৬৫, জে.এল. নং ২৬-এর অন্তর্ভুক্ত প্লট নং ৯ হিসেবে চিহ্নিত কমবেশি প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি এবং উক্ত জমি সংক্রান্ত সমস্ত সুখাধিকার সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ: উত্তরে: প্লট নং ৮; পূর্বে: ফাঁকা জমি; দক্ষিণে: প্লট নং ১০; পশ্চিমে: ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা।	**১) ২০-০৮-২০২৬** **২) ৩১-১০-২০২৬** গ) ১৪,১৭,৫৪৯.১৩ টাকা (মাত্র চোদ্দ লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ টাকা এবং তেরো পয়সা) পরিশিষ্ট-৩ অনুযায়ী এইচএল-এর জন্য ১০.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত এবং এলআইপি-এর জন্য ১০.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (০৯.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত গণনাকৃত সুদ সহ) তৎসহ যথাক্রমে ১০.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ সহ।	ক) ১৬,৬৫,০০০/- টাকা খ) ১,৬৬,৫০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি আইন ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির নোটিশ
বিড নথি কর্মদিবসগুলিতে (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিটেইল রিকভারি, কেষ্টপুর শাখা থেকে অথবা ১১.১২.২০২৬ থেকে ২১.১২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ওয়েবসাইট- https://www.baanknet.com (পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

অঙ্গীকারনামা, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**২১-১২-২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:	**১৪-১২-

ভারতের প্রথম আইআইটির ৭৫ বছরে আজ খড়গপুরে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের প্রথম ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়গপুরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপনে যোগ দিতে শনিবার একদিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ৭৫ বছর পূর্ণ করায় আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাসে পৌঁছে প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সেখানে তিনি উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক, প্রাক্তনী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠানের ৭৫ বছরের পথচলার প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত ৭৫ জন পড়ুয়ার সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, দেশের প্রযুক্তি শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আইআইটি খড়গপুরের ঐতিহাসিক অবদান অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইটি খড়গপুরই দেশের প্রথম আইআইটি। জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রকৌশল শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান।

আইআইটি খড়গপুরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে একাধিক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাক্তনী, গবেষক, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, গবেষণার প্রসার এবং শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খড়গপুরের অনুষ্ঠান শেষ করে প্রধানমন্ত্রী বিহারের বৈশালীতে রওনা দেবেন। সেখানে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। পরে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে গোমতী নগরের ইন্দিরা গান্ধি প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত পঞ্চম কৌশল দীক্ষান্ত সমারোহে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় স্তরে সেরা পারফরম্যান্স করা ৫২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তকে সম্মানিত করা হবে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে শুরু হওয়া কৌশল দীক্ষান্ত সমারোহ বর্তমানে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বার্ষিক জাতীয় মঞ্চে পরিণত হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউটস ফর ট্রেনিং অব ট্রেনার্সের জাতীয় স্তরের কৃতী প্রশিক্ষণার্থীদের এই অনুষ্ঠানে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ সফরকে ঘিরে খড়গপুরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইআইটি ক্যাম্পাস এবং আশপাশের এলাকায় বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশপথে তল্লাশি এবং দর্শনার্থীদের চলাচলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত কর্মসূচি শেষ করেই বিহারের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

স্নাতক পড়লে তিন বছরে ৫০ হাজার টাকা, ছাত্রীদের জন্য সহায়তার ঘোষণা জিতেন্দ্রর

সোমনাথ মুখার্জি



পাণ্ডবেশ্বর: মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের পর পড়াশোনা থামিয়ে দিলে চলবে না। এলাকার প্রতিটি মেয়েকে স্নাতক হতে হবে। উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে পাণ্ডবেশ্বরের সভা থেকে এমনই বার্তা দিলেন বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। একইসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, পাণ্ডবেশ্বর কলেজে বিএ, বিকম কিংবা বিএসসি বিভাগে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করলে তিন বছরে মোট ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাবে ছাত্রীরা। বিধায়কের এই ঘোষণাকে ঘিরে সভায় উপস্থিত অভিভাবক ও ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়।

সভামঞ্চ থেকে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, শুধুমাত্র মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই মেয়েদের শিক্ষাজীবন থেমে থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক কন্যারই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীও চান রাজ্যের প্রতিটি মেয়ের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক স্তর পর্যন্ত পৌঁছক। কিন্তু উচ্চশিক্ষার পথে অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক অনটন। কলেজে ভর্তি, পড়াশোনার খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের চিন্তায় অনেক পরিবারই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে পিছিয়ে যায়।

এই আর্থিক সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিধায়ক জানান, পাণ্ডবেশ্বর কলেজে বিএ, বিকম ও বিএসসি; তিনটি বিভাগেই ছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁর দাবি, এই কলেজে ভর্তি হয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করলে সরকারিভাবে তিন বছরে মোট ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রথম বর্ষে ১৭ হাজার, দ্বিতীয় বর্ষে ১৭ হাজার এবং তৃতীয় বর্ষে ১৬ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। অর্থের অভাবে যাতে এলাকার কোনও মেয়েকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই আর্থিক সহায়তার কথা তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি, অভিভাবকদের কাছে তাঁদের মেয়েদের পাণ্ডবেশ্বর কলেজে ভর্তি করিয়ে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার আবেদন জানান জিতেন্দ্র।

ছেলের প্রাণহানির আশঙ্কা! অসহায় বাবা ভ্যানে বেঁধে ছেলেকে নিয়ে হাজির থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ছেলের অস্বাভাবিক আচরণে আতঙ্কিত বাবা। কখনও নিজের কিংবা অন্যের ক্ষতি করে বসবে, আবার কখনও ঘটে যেতে পারে বড়সড় কোনও অঘটন; এই আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত কার্যত নিরুপায় হয়ে একবুক অসহায়তা নিয়ে ছেলেকে ভ্যানের সঙ্গে দড়ি ও টিউব দিয়ে বেঁধে থানায় হাজির হলেন বাবা। ২১-২২ বছরের যুবককে এভাবে বেঁধে থানায় নিয়ে আসার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরে। অসহায় বাবার একটাই আবেদন, কোনওভাবে ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।



জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের পাওয়ার হাউস বস্তির বাসিন্দা পেশায় ভ্যানচালক সুনীল শাহের ছেলে কানহাইয়া গত ১৫ নভেম্বর ছটপুজোর রাত থেকেই অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেন। পরিবারের দাবি, কী ধরনের নেশা করেছেন কানহাইয়া, তা তাঁদের কারও জানা নেই। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে, ছেলের আচরণ নিয়ে ততই উদ্বেগ বেড়েছে পরিবারের সদস্যদের। ছেলের এমন পরিস্থিতিতে প্রথমে তাঁকে চিকিৎসার জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। কিন্তু বাবার অভিযোগ, সেখানে ছেলেকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। অন্য দিকে, সামান্য রোজগারে সংসার চালানো ভ্যানচালক সুনীল শাহের পক্ষে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার বিপুল খরচ বহন করাও কার্যত অসম্ভব। এদিকে ছেলের অস্বাভাবিক আচরণে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারে, এমনকী নিজের প্রাণহানিও হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাবা। সেই আতঙ্ক থেকেই শেষ পর্যন্ত আর কোনও উপায় না দেখে ছেলেকে ভ্যানের সঙ্গে দড়ি ও টিউব দিয়ে বেঁধে দুর্গাপুর থানায় নিয়ে আসেন তিনি। বাবার আশঙ্কা, বাড়িতে ছেলেকে সামলে রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

থানায় দাঁড়িয়ে অসহায় বাবার আকুতি, তাঁর ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। ছেলের কোনও অঘটন ঘটলে তার দায় যেন পরিবারের উপর চাপানো না হয়। একদিকে ছেলের চিকিৎসার জন্য আর্তি, অন্য দিকে আর্থিক অনটন ও অসহায়তা;সব মিলিয়ে সুনীল শাহের এই মরিয়া পদক্ষেপ নতুন করে সামনে আনল নেশায় আক্রান্ত যুবকদের চিকিৎসা এবং তাঁদের পরিবারের সংকটের প্রশ্ন। এখন প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর কী উদ্যোগ নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে পরিবার।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে এবিভিপির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই শুক্রবার বর্ধমান শহরের রাজপথে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। 'গণতন্ত্রের সুরক্ষা' এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিবাদে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি চোখে পড়ে। মধ্যবঙ্গের প্রায় ১৫টি জেলা থেকে এদিন এবিভিপির ছাত্রছাত্রী ও সমর্থকরা বর্ধমানে এসে এই কর্মসূচিতে শামিল হন। প্রতিকূল আবহাওয়া ও বৃষ্টির পরোয়া না করেই মিছিলে পা মেলান সংগঠনের মহিলা কর্মীরা। হাতে প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহরের রাজপথ। মিছিল চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষের একাধিক রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বিশেষ করে সিপিআইএম ও এসএফআই-এর বিরুদ্ধে সরব হন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দিল্লি থেকে শুরু করে রাজ্য; সর্বত্রই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ও মূল্যবোধকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতিও করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তাঁরা। এই পরিস্থিতির তীব্র প্রতিবাদ জানাতেই রাজপথে নেমেছেন বলে জানান অংশগ্রহণকারীরা।

মিছিলে অংশ নেওয়া এক ছাত্রী বলেন, 'আজ আমরা গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য রাস্তায় নেমেছি। কোনওভাবেই এবিভিপি ভয় পায় না। প্রবল বৃষ্টি হোক বা প্রতিকূল পরিস্থিতি, আমরা রাজপথে দাঁড়িয়েই এর জবাব দেব।' অন্য এক প্রতিবাদী কর্মী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশানা করে জানান, দেশে অরাজকতা ও বিভাজনের রাজনীতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার দাবিতে তাঁদের আন্দোলন ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। এদিন মধ্যবঙ্গের ১৫টি জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীদের এই একত্রিত উপস্থিতিকে সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় হিসেবে তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও মিছিল ও সমাবেশে কর্মী-সমর্থকদের এমন অংশগ্রহণ ঘিরে বর্ধমান শহরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বর্ধমানের রাজপথে এবিভিপির এই প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরগরম হয়ে উঠেছে।

প্রয়াত সর্পবন্ধু রাহুলের পরিবারের পাশে মন্ত্রী, ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সাপের সঙ্গে দীর্ঘদিনের গভীর বন্ধুত্ব, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ছিল তাঁর নেশা। লোকালয়ে বিষধর সাপের দেখা মিললেই খবর পেয়ে ছুটে যেতেন তিনি। দীর্ঘ দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে লোকালয় থেকে বিষধর সাপ উদ্ধার করে নিরাপদে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। সেই সর্পবন্ধু রাহুল দণ্ডপাটের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। মাত্র ৩২ বছর বয়সে মৃত্যুতে স্ত্রী, বাবা-মা এবং চার বছরের ছোট্ট ছেলেকে রেখে গিয়েছেন তিনি। প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে এবার দাঁড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক রাজেশ মাহাতো। শুধু আর্থিক সহযোগিতাই নয়, রাহুলের ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার দুপুরে গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের খাড়বান্ধি গ্রাম পঞ্চায়েতের চৈনিশোল গ্রামে নিজের বাড়িতে মনসা পুজো উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল ঝাঁপান। ঢাক-ঢোলের বাদ্যি, পুজোর ঘট মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে মহিলারা, আর সেই অনুষ্ঠানে জীবন্ত বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিলেন রাহুল। গলায় সাপ ঝুলিয়ে ঝাঁপান প্রদর্শনের সময় আচমকাই ঘটে যায় বিপত্তি। গলায় থাকা সাপটি তাঁর বাঁ হাতে কামড় বসায়। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাহুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর তাঁর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর দেহ গ্রামে পৌঁছতেই শেষবারের মতো প্রিয় সর্পবন্ধুকে দেখতে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে। কান্নায় ভেঙে পড়েন



পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা। যাঁর কাছে বিপদের সময় ছুটে যেতেন এলাকার মানুষ, সেই রাহুলের নিথর দেহ দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি অনেকেই। রাহুলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতাও করেন তিনি।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, রাহুলের চার বছরের ছোট্ট ছেলের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তার পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় পরিবারের একমাত্র ভরসাকে হারিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে শিশুটির শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার এই আশ্বাস পরিবারের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো এবং লোকালয় থেকে সাপ উদ্ধার করে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ রাখার কাজে যুক্ত ছিলেন রাহুল। তাঁর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শুধু পরিবার নয়, শোকস্তব্ধ গোটা চৈনিশোল গ্রাম। পিছনে রয়ে গেল এক শোকাহত পরিবার এবং বাবাকে হারানো চার বছরের ছোট্ট সন্তান।

বাঁধে ধস, প্রশাসন ঘুমে! আতঙ্কে সুন্দরবনবাসী



নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কতা, লাগাতার বৃষ্টি, তার উপর নদীবাঁধে বিপজ্জনক ধস। অথচ বারবার জানিয়েও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। বিপর্যয় ঘটার পর পদক্ষেপ নেওয়ার অপেক্ষায় কি প্রশাসন? হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি মঠবাড়ি সংলগ্ন রায়মঙ্গল নদীবাঁধের পরিস্থিতি ঘিরে উঠছে এমনই প্রশ্ন। প্রায় ২০০ ফুট বাঁধের অংশ ধসে বসে যাওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। বাঁধের আরও কয়েকটি অংশে ফাটল দেখা দেওয়ায় যে কোনও মুহূর্তে বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

গত পরশু রাত থেকে ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে লাগাতার বৃষ্টিতে সুন্দরবনের নদীবাঁধগুলি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতার পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকেও উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তাল নদী ও সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। দুর্বল নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু সতর্কবার্তা জারি করলেই কি দায়িত্ব শেষ? দুলদুলির পরিস্থিতি সামনে আসতেই সেই প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত তিন মাস আগেই রায়মঙ্গল নদীবাঁধের ওই অংশে ফাটল দেখা দিয়েছিল। ক্রমশ বসে যাচ্ছিল মাটি। বিষয়টি বারবার প্রশাসন ও স্থানীয় বিডিও অফিসে জানানো হলেও কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। লোক পাঠিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কেউ আসেননি বলে অভিযোগ। সময়ের সঙ্গে ফাটল বেড়েছে, আর গত দু'দিনের লাগাতার বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় ২০০ ফুট অংশ ধসে বসে যাওয়ায় নদীর জল বাড়লেই বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে জল ঢোকার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।

প্রশ্ন উঠছে, তিন মাস আগে অভিযোগ পাওয়ার পরেও কেন বাঁধ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হল না? বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হওয়ার পরেই কি প্রশাসনের টনক নড়বে? সরকার বদলের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাজে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হিঙ্গলগঞ্জের এই ঘটনা সেই নির্দেশের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। বারবার অভিযোগ জানানোর পরেও যদি নদীবাঁধের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো সংস্কারে উদ্যোগ না দেখা যায়, তাহলে প্রশাসনিক তৎপরতার নির্দেশের সুফল সাধারণ মানুষ পাবেন কীভাবে?

বাঁধ ভেঙে গেলে শুধু বসতবাড়িই নয়, বিস্তীর্ণ কৃষিজমিও জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আমন ধান, আলু ও শীতকালীন সবজি চাষ। স্থানীয়দের দাবি, আর আশ্বাস নয়, অবিলম্বে বিপজ্জনক অংশে মেরামতির কাজ শুরু করতে হবে। বিপর্যয় ঘটার পর ত্রাণ নিয়ে হাজির হওয়ার বদলে বিপর্যয় আটকাতে এখনই পদক্ষেপ করুক প্রশাসন। তাঁদের বক্তব্য, নদীবাঁধ ভেঙে গ্রাম ভেসে যাওয়ার পর দায় ঝেড়ে ফেলে কোনও লাভ হবে না। সময় থাকতে ব্যবস্থা নেওয়াই এখন প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন



প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে বৃষ্টি শুরু হলেও শুক্রবার একটানা বৃষ্টি পড়ছে, কখনও জোরে আবার, কখনও ঝিরিঝিরি করে। এদিন সরকারি কাজের দিন হওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন অফিস, আদালত ও স্কুল-কলেজ যাত্রীরা। জেলার ধানচাষীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। জেলায় ধান পেকে উঠেছে। ধান ঘরে তোলার সময়। পূজার আবহে জমি থেকে পাকা ধান কেটে উঠতে পারেননি অনেকেই। কিন্তু ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছেন। ফলে আকভানের জেরে হঠাৎ একটানা বৃষ্টিতে উদ্বেগে পড়েছেন। ধান দ্রুত ঘরে তুলতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হবে। ধান নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অনেক চাষিই বৃষ্টিতে ভিজে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে জমি থেকে ধান খামার বা একজায়গায় এনে ঢাকা দিয়ে রাখতে ব্যস্ত। একই উদ্বেগ লক্ষ্য করা গিয়েছে জেলার ফুলচাষীদের মধ্যে। একটানা বৃষ্টিতে গাঁদা-সহ বিভিন্ন ফুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হওয়ায় অনেকে বাড়ির বাইরে বের হননি। জগদ্ধাত্রী, ছট ও কার্তিক পূজা থাকায় গত কয়েকদিন জেলার বাজারগুলিতে সবজি ও ফলের দাম ছিল চড়া। তাঁদের আশা ছিল, শুক্রবার সবজি ও ফল কিনে সমস্যা মেটাবেন। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন জেলার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। জেলার বাজারগুলি ছিল ফাঁকা। এতে সবজি বিক্রেতাদের তেমন বিক্রি নেই।

বাঁকুড়া জেলাজুড়ে কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। প্রশাসনিক সতর্কতা হিসাবে সাধারণ মানুষকে অপ্রয়োজনে বাইরে বেরোনোর নিষেধ করা হয়েছে। বজ্রপাতের সময় গাছের নীচে বা খোলা মাঠে অথবা পুকুরের পাড়ে দাঁড়াতে নিষেধ করা হচ্ছে। অন্য দিকে জয়পণ্ডা নদীর ব্রিজ বসে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বৃষ্টির মধ্যে জলের তোড়ে বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার পাথরী গ্রামে জয়পণ্ডা নদীর ওপর থাকা ব্রিজ বসে গিয়েছে। নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও প্রশাসন ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে, ফলে এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে।

বীরভূম সাহিত্য পরিষদে শুরু 'চেতনা নাট্য উৎসব'

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সেহাড়া পাড়া চেতনা নাট্য ও নৃত্য সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩৯তম বর্ষে চাঁদের হাট বসল বীরভূম সাহিত্য পরিষদ শতবার্ষিকী সভামঞ্চ ও নাট্যমঞ্চে। তিন দিনব্যাপী চলা এই চেতনা নাট্য উৎসবের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করলেন নারায়ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক দেবাশিস দাশ, ডক্টর আদিত্য মুখোপাধ্যায়, সরোজ কর্মকার, ডক্টর চন্দ্রাবলী ঘোষাল, সংস্থার কর্ণধার পান্না বেগম, হাসিনা মমতাজ বেগম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রগান গেয়ে প্রণাম জানান বিশিষ্ট শিল্পী মহুয়া গাঙ্গুলি গোস্বামী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চেতনার ওপর গান লিখে গান শোনান বিমল সোম। এদিন এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কবি দেবাশিস দাশ। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন আলিফা মমতাজ বেগম, সুফি মহাম মমতাজ, মিরহা মমতাজ, রুমা ঘোষ, সৃজা বাগদি। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন অলকা গাঙ্গুলি। সঞ্চালক সুশান্ত রাহার পরিচালনায় গীতি আলেখ্য 'গীতিময় তারাশঙ্কর' অনুষ্ঠিত হয়। এই আলেখ্যয় অংশ নেন সুব্রত নন্দন, সুপর্ণা দাশরায় , উত্তীয় চট্টোপাধ্যায় এবং সুশান্ত রাহা। সবশেষে পরিবেশিত হয় পান্না বেগমের নির্দেশনায় চেতনার নাটক 'সাবাস ছুটুবাবু'।

অকাল বর্ষণে বিপাকে পূর্ব বর্ধমানের ধানচাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে হেমন্তের মরশুমে অকাল বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছেন বাংলার শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার ধান চাষিরা। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত।শুক্রবার সকাল থেকেও আকাশের মুখ ভার ছিল। দফায় দফায় বৃষ্টির জেরে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। কারণ, এই মুহূর্তে মাঠজুড়ে চলছে আমন ধান কাটার ভরা মরশুম। কোথাও ইতিমধ্যেই পাকা ধান কাটা শুরু হয়েছে, আবার কোথাও সোনালি ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন চাষিরা। ঠিক এমন সময়ে বৃষ্টির দাপটে কার্যত মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের।



পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান সদর, জামালপুর, রায়না, কালনা, কাটোয়া ও মেমারি-সহ জেলার বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল পাকা ধান কাটার কাজ। বহু কৃষক ধান কেটে মাঠেই শুকোতে দিয়েছিলেন। আবার অনেক জমিতে এখনও কাটার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পাকা ধান। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি এবং শুক্রবার সকাল থেকে লাগাতার বর্ষণের ফলে কৃষিজমিতে জল জমার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টির কারণে ধান গাছ মাটিতে নুয়ে পড়ার আশঙ্কাও করছেন চাষিরা।

কৃষকদের বক্তব্য, সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এবং মোটা টাকা খরচ করে আমন ধানের চাষ করতে হয়। এই ফসলের উপরেই নির্ভর করে তাঁদের পরিবারের দৈনন্দিন খরচ, কৃষিঋণ পরিশোধ এবং আগামী মরশুমের চাষের প্রস্তুতি। ফলে ফসল ঘরে তোলার ঠিক আগে এমন অকাল বৃষ্টি তাঁদের দুশ্চিন্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

চাষিদের আশঙ্কা, বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হলে মাঠে কেটে রাখা ধান ভিজে নষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে, জমিতে জল জমে দাঁড়িয়ে থাকা পাকা ধানের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ধান চিটে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ফলন কমতে পারে, তেমনই বাজারে ধানের দাম পাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে পারেন কৃষকরা। ইতিমধ্যেই আকাশের কালো মেঘ আর দফায় দফায় বৃষ্টিতে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে জেলার কৃষিকাজ। আবহাওয়ার দ্রুত উন্নতি না হলে চলতি মরশুমে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন পূর্ব বর্ধমানের ধান চাষিরা। এখন একটাই প্রার্থনা তাদের, দ্রুত বৃষ্টি থামুক, রোদ উঠুক এবং কোনওরকম ক্ষতি ছাড়াই মাঠের সোনালি ফসল ঘরে তুলতে পারেন অন্নদাতারা।

বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি, ঘাটালজুড়ে দুশ্চিন্তায় কৃষ

বায়ু ও শধদূষণ নিয়ে কড়া বার্তা বম্বে হাইকোর্টের

মুম্বই, ২০ নভেম্বর: দীপাবলি উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে বাজি পোড়ানোর ফলে দেশ জুড়ে হু-হু করে বেড়েছে বায়ু ও শধদূষণ। বেশ কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ডও ঘটেছে। মুম্বই ব্যতিক্রম নয়। সেই কথা মাথায় রেখেই মুম্বই শহরে যত্রতত্র যথেচ্ছ বাজি পোড়ানোয় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা চিন্তা করছে বম্বে হাইকোর্ট। তার বদলে, পেশ করা হয়েছে বাজি পোড়ানোর একটি বিকল্প উপায়।

বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি জিএস কুলকর্ণী এবং বিচারপতি ড. নীলা গোখলের ডিভিশন বেঞ্চে বায়ুদূষণ সংক্রান্ত একটি স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলা চলছিল। শুনানিশেষে রায়দান স্থগিত রেখে বিচারপতিরা জানান, মুম্বই শহরে বাজি পোড়ানো নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশেষ পদক্ষেপের কথা ভাবছেন তাঁরা। এর আগেও, এই মামলার শুনানির সময় আদালত উল্লেখ করেছিল, শহরগুলি 'গ্যাস চেম্বারে' পরিণত হচ্ছে। প্রকাশ্য রাস্তায় বাজি ফাটানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

এ দিন শুনানিশেষে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁরা জানান, একাধিক বার সতর্ক করা সত্ত্বেও নাগরিকেরা বাজি পোড়ানোর নির্ধারিত সময়সীমা ও নিয়ম লঙ্ঘন করে চলেছেন। কিছু ক্ষেত্রে রাত তিনটে পর্যন্ত বাজি ফাটানো হয়েছে। তার ফলে তীব্র শধদূষণ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান বিচারপতিরা। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন, দীপাবলি উদযাপনের সময় মুম্বইয়ের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) বা বায়ুর গুণমান সূচক সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। বৃহন্মুম্বই পুরসভা (বিএমসি) দীপাবলির আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আকাশে ওড়া বাজি নিষিদ্ধ করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের কথাও উঠে আসে আদালতে। এই ধরনের বাজি থেকে অগ্নিকাণ্ডের প্রবণতা বাড়ছে বলে মত প্রকাশ করে বিচারপতি কুলকর্ণী বলেন, 'শহরে ৩৩২টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

তুঙ্গে কাবেরী সংঘাত

তামিলনাড়ুর আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

অমরাবতী, ২০ নভেম্বর: কাবেরী নদীর জল নিয়ে দক্ষিণ ভারতের দুই রাজ্য তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের সংঘাত এখনও অব্যাহত। এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। জলসঙ্কটের কারণ দেখিয়ে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় তামিলনাড়ুর সি জোসেফ বিজয়ের সরকার। তাদের আর্জি ছিল, কর্নাটককে যাতে কাবেরী নদীর জল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আর্জি ফের একবার খারিজ করে তামিলনাড়ু সরকারকে ভর্ৎসনা করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর অভিযোগ উড়িয়ে পৃথকভাবে হলফনামা জমা দিয়ে কর্নাটক জানায়, তাদের রাজ্যেও জলের সঙ্কট রয়েছে। এরফলে তাদের পক্ষে জল ছাড়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

তামিলনাড়ু সরকারের দাবি, রাজ্যে ব্যাপক জলসঙ্কট রয়েছে। জলের অভাবে চাষ করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে তামিলনাড়ুর জন্য



কাবেরীর বরাদ্দ জলের পরিমাণ আরও বাড়ানো হোক। কমানো হোক কর্নাটকের জন্য বরাদ্দ জলের পরিমাণ। কারণ, প্রয়োজন ছাড়াই জল আটকে রেখেছে তারা। কর্নাটক যাতে কাবেরীর জলের কিছুটা অংশ তামিলনাড়ুকে দেয় সেই নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজয়ের সরকার। কর্নাটকের থেকে বাড়তি ১ হাজার ১০০ কোটি কিউবিক ফুট জল চেয়ে আবেদন জানায় তারা। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংয়ের বেঞ্চ মামলাটি খারিজ করে দেয়। তবে শুক্রবার ফের নতুন করে মামলা করে তামিলনাড়ু সরকার। এই নিয়ে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বিক্রম নাথ বলেন, 'আপনাদের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। আবার আজই আবেদন করেছেন? আইনজীবীদের পিছনে খরচ করার জন্য তামিলনাড়ু সরকারের মনে হয় অনেক টাকা আছে। আপনাদের এই সংক্রান্ত মামলা পরবর্তীকালেও খারিজ করব।'

ভৌগোলিক সীমানা উপেক্ষা করেই ইউরোপে হামলার হুমকি ইরানের

তেহরান, ২০ নভেম্বর: যদি আমেরিকা ইউরোপের কোনও দেশ থেকে ইরানের উপর হামলা চালায়, সেক্ষেত্রে ইউরোপে হামলা চালাতেও দ্বিধা করবে না ইরান। যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝেই এবার আমেরিকাকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিল ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত। হামলার ক্ষেত্রে এবার আর কোনও ভৌগলিক সীমানা মানা হবে না। নির্দেশ পেলেই এবার হামলা হবে নয়া ঠিকানায়। ইরানের এই নয়া হুঁশিয়ারিতে আশঙ্কা করা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে এবার ইউরোপে মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলার পরিকল্পনা করছে তেহরান।



আইআরজিসি-র এরোস্পেস ফোর্সের কমান্ডারের প্রধান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলি বেলালি বলেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। 'আঙুল ট্রিগারে' রয়েছে। শত্রুপক্ষের যে কোনও আগ্রাসনের জবাবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হবে। শত্রু যেখানেই থাকুক না কেন। আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তিনি আরও বলেন, নতুন ভৌগোলিক এলাকায় অভিযান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সক্ষমতা ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা, উৎক্ষেপণ স্থান বা পরিকাঠামোর কোনও সীমাবদ্ধতা ইরানের নেই বলেও দাবি করেন তিনি। শুধু বেলালি নন, একই হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছে, আইআরজিসি-র মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেন মোহেব্বির গলাতেও।

তিনি বলেন, সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশ পেলেই আমরা অভিযান চালাব। সেক্ষেত্রে হামলায় কোনও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা থাকবে না। সম্প্রতি ৪৫০০ কিমি পাল্লার মিসাইল পরীক্ষার কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, 'সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশ পেলে ইউরোপে মার্কিন ঘাঁটিতেও হামলা চালানোর সক্ষমতা আমাদের আছে।' তিনি জানান, 'এতদিন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২,০০০ কিলোমিটারে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খামেনেই। বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা হোসেইনি খামেনেই নির্দেশ দিলে সেই সীমা আর থাকবে না। যে দেশ থেকে হামলা হবে, সেই দেশে পালটা হামলা হবে।'

কুনোয় আরও ৪ শাবকের জন্ম

কুনো, ২০ নভেম্বর: মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতার সংখ্যা বাড়ছে। এবার ভারতে জন্মানো একটি মাদী চিতা জন্ম দিল ৪টি চিতা শাবকের। যার ফলে এদেশে মোট চিতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬২-তে। আর এই প্রথম বৎসোয়ানা থেকে আনা চিতার গর্ভে ভারতে জন্ম নিল শাবক।

কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব কুনো জাতীয় উদ্যানের নতুন সাফল্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'লক্ষণীয়, বৎসোয়ানা থেকে কোনও চিতা এই প্রথম এখানে শাবকের জন্ম নিল। প্রজেক্ট চিতায় এটা একটা ঐতিহাসিক সাফল্য। ভারতে চিতার এক টেকসই জনসংখ্যা পুনরুদ্ধারের যাত্রাপথে এটা একটা গর্বের মাইলফলক।'

জানা গিয়েছে, ওই চিতার নাম কেওএমজি৩। বয়স আড়াই বছর। বৎসোয়ানা থেকে আনার পর মাস চারেক আগে কুনো জাতীয় উদ্যানে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপরই সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অরণ্যের সবুজ পরিবেশে এই নিয়ে এখানে দ্বিতীয় কোনও চিতা শাবকের জন্ম নিল। এর আগে গত অক্টোবরে কুনো জাতীয় উদ্যানে জন্ম হয়েছিল আরও ৫টি চিতা শাবকের। তারও আগে সেপ্টেম্বরে ভারতে জন্মানো একটি মাদী চিতা জন্ম দিয়েছিল ৪টি চিতা শাবকের।

ইন্দো-ভুটান সম্পর্ক জোরদার করতে এনসিসি-গ্যালসাং সাইক্লিং অভিযান

সোমা মুখোপাধ্যায়

ভারত ও ভুটানের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বকে আরও জোরদার করতে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দুই দেশের যুবকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি সাইকেল অভিযান এবং মত বিনিময় শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে 'ইন্দো-ভুটান এনসিসি-গ্যালসাং সাইক্লিং অভিযান' অনুষ্ঠিত হবে ১২ ডিসেম্বর থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। দুই দেশের ক্যাডেটরা ভুটানের থিম্পু থেকে দিল্লি পর্যন্ত প্রায় ২১০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবেন। এই অভিযানে ভারত থেকে ৬ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা এনসিসি ক্যাডেট এবং ভুটান থেকে ৩ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা গ্যালসাং ক্যাডেট অংশগ্রহণ করবেন। দুই দেশের সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানরাও তাদের সঙ্গে থাকবেন। ভুটান, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লির মধ্য দিয়ে ৩৬ দিনে এই অভিযানটি সম্পন্ন হবে। এই অভিযানটি ১২ই ডিসেম্বর থিম্পুতে শুরু হয়ে ২৮শে জানুয়ারি দিল্লিতে এনসিসি র‍্যালিতে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শেষ হবে।

এছাড়াও, ২১ থেকে ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত ভুটানে 'ভারত-ভুটান যুব মৈত্রী শিবির' অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২৯ জন ভারতীয় ছাত্র ও ২৯ জন ছাত্রীর পাশাপাশি দু'জন কর্মকর্তা



অংশগ্রহণ করবেন। ভুটানের দেসুং ক্যাডেটরাও এই শিবিরে যোগ দেবেন। দুর্যোগ মোকাবিলা প্রশিক্ষণ, দুঃসাহসিক অভিযান, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হবে।

১৭ই নভেম্বর, মেজর জেনারেল অমর পাল সিং চাহাল বিনাগুরি মিলিটারি সেন্টারে এই সাইকেল অভিযানের জন্য যৌথ প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। ১৮ই নভেম্বর, তিনি মালবাজারে যুব মৈত্রী শিবিরের প্রস্তুতি শিবিরও পরিদর্শন করেন। ক্যাডেটদের উৎসাহ ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে তিনি দুই দেশের যুবকদের নিজ নিজ দেশের জন্য বন্ধুত্বের দূত হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান।

ময়দান

শতরান ফস্কালেও যশস্বীর দাপটে চাপে কিউয়িরা

ওয়েলিংটন, ২০ নভেম্বর: ব্যাট হাতে প্রথমে দাপট দেখাল নিউ জিল্যান্ড। পালটা জবাব দিতে ছাড়ল না ভারতও। ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে দুই দলের ব্যাটারদের দাপটে জমে উঠেছে লড়াই। হেনরি নিকোলসের অপরাজিত ১৭৫ রানের দুরন্ত ইনিংসে ভর করে প্রথম ইনিংসে ৩৬৮ রান তোলে নিউ জিল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এক উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান তুলে ফেলেছে ভারত। দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন কেএল রাহুল ও দেবদত্ত পাডিক্কাল। ভারতের হয়ে শুরুটা দুর্দান্ত করলেও মাত্র ১৫ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হয়েছে যশস্বী জয়সওয়ালের।

দ্বিতীয় দিনের সকালে ৫ উইকেটে ২৪৩ রান নিয়ে খেলতে নামে নিউ জিল্যান্ড। আগের দিনের তুলনায় আরও আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় নিকোলস ও গ্লেন ফিলিপসকে। দু'জনে মিলে ষষ্ঠ উইকেটে যোগ করেন ২১৬ রান। ফিলিপস তুলে নেন টেস্ট কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরান। একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিন ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই শতরান করার নজির গড়েন তিনি।

দিল্লির কাছেও আটকে গেল লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরসুমের শুরুটা হয়েছিল দুরন্ত ছন্দে। প্রথম তিন ম্যাচে ১২ গোল করে প্রতিপক্ষকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু আচমকাই ছন্দপতন গত মরসুমের আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের। চেন্নাইয়িন এফসির কাছে ৩-৫ গোলে হারের পর শুক্রবার ঘরের মাঠে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধেও জয় অধরা রইল লাল-হলুদের। ২-২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হল দুই দলকে। শেষ দিকে পরিবর্ত হিসেবে নেমে আকে লোবা সমতাসূচক গোল করে হার বাঁচালেও দলের পারফরম্যান্সে স্বস্তি নেই। বরং, কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের রণকৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই মরসুমে চার্চিল ব্রাদার্সকে ৪-০ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। পরের ম্যাচে ইন্টার কাশীকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দেয় তারা। প্রথম তিন ম্যাচে ১২ গোল করে খেতাব ধরে রাখার জোরালো বার্তা দিয়েছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু চেন্নাই সফর থেকেই ছবিটা বদলে যায়। চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করেও পাঁচ গোল হজম করে হারতে হয় দলকে।

প্যারা সাঁতারে বাংলার সাফল্য



নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোপালে আয়োজিত ২৬তম জাতীয় প্যারা সাঁতার প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য পেল বাংলা দল। ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মোট ৪৫টি পদক জিতেছেন বাংলার প্যারা সাঁতারুরা। এর মধ্যে রয়েছে ১৬টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ১২টি ব্রোঞ্জ। সব মিলিয়ে দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে বাংলা। প্যারা সাঁতারুদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, লড়াইয়ের মানসিকতা এবং দলগত সংহতিই এই সাফল্যের অন্যতম কারণ।

E-TENDER
E- Tenders are invited by The Executive Assistant, Digalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur - II Panchayat Samity), Digalkandi, Nadia. **NIET NO. 01/16TH CFC/ Digalkandi/ 2026-27,** Last date of submission **01.12.2026 up to 6.00 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Assistant, Digalkandi Gram Panchayat.

BANKRA GOKUPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-Goaldaha, North 24th pgs.
NITs has been invited by the, Bankra Gokupur GP under Swarupnagar Development Block, 24th Pgs.(N) on 17.11.2026 vide **NIT No. 200/BGGP/e_T-005/2026-27,** fund - 15th FC Tied Grant FY 2025-26 vide Memo No. 195/BGGP/2026-27 Date 17.11.2026. Last date of bid submission for NITs is **27.11.2026 up to 2.00 PM**. Website for details **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- E.A. – in - charge
Bankra Gokupur Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
AMDANGA PANCHAYAT SAMITY
Rafipur, Amdanga ,24 Parganas(N)
Abridged E-Tender Notice
Tender for NIT No.- **WBNPG/01/2026-27 Dated : 20.11.2026.** is invited by the undersigned. Last date of submission is **30/11/2026 upto 16 Hours** (as per slot available). The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Amdanga Panchayat Samity

BODAI GRAM PANCHAYAT
P. O. - Bodai, P. S. - Amdanga, 24 Pgs (N)
N.I.T. has been invited by the E. A. BODAI G. P. under Amdanga Panchayat Samity, North 24 Pgs, vide **NIT No. (1) 01/ NIET/15TH CFC/BGP/26-27 Dated : 20.11.2026. under fund 15th CFC. NIT No. (2) 02/NIET/15TH CFC/BGP/26-27 Dated : 20.11.2026. under fund 15th CFC.** Both NIT Last date of bid submission : **27.11.2026 upto 5.00 p.m.** For other information please follow the website :**tenders.wb.gov.in**
Sd/-
E. A., BODAI GP

SURI MUNICIPALITY:BIRBHUM
Memo No-2549/SM Date: 19.11.2026
CORRIGENDUM NOTICE - 1
Uploading of fresh BOQs in place of previously uploaded BOQs due to unforeseen technical issue for Road Pothole Repair Works
Corrigendum against e-NIT No: **WBMAD/ULB/Suri/e-NIT-03-2nd call / 2026-27,dt. 07/11/2026** Vide Tender Id no: **2026_MAD_1049013_1 to 6** for Repairing of Road Potholes Applicable on Existing C.C & Bituminous Road at Various Locations within Suri Municipality.
It is hereby notified to all concerned that due to an unforeseen technical issue in the previously uploaded Bill of Quantities (BOQ), **Fresh BOQ;s has been uploaded on the e-procurement portal for the following Tender Id:**
1. 2026_MAD_1049013_1,
2. 2026_MAD_1049013_2,
3. 2026_MAD_1049013_3,
4. 2026_MAD_1049013_4,
5. 2026_MAD_1049013_5,
6. 2026_MAD_1049013_6
Sd/- Executive Officer
Suri Municipality, Birbhum

Office of the
Rajapur Gram Panchyat
Rajapur :Raninagar : Murshidabad
NIT No: 03/2026-27
Publishing & Submission Start Date: **19.11.2026 from 6.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **27.11.2026 up to 02.30 PM.** Bid Opening Date: **30.11.2026 after 02.30PM**
Details See In: **www.tenders.wb.gov.in**
EXECUTIVE ASSISTANT
RAJAPUR GRAM PANCHAYAT

N.I.e-T PUBLISHED NOTICE
N.I.e-T. No. : 04/2026-27/ VB-G RAM G vide Memo No. 3393/Bh-I Block, Dated 18/11/2026. Details: https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Block Development Officer/ Block Programme Officer, Bharatpur-I Dev. Block, Murshidabad.

পূর্ব রেলওয়ে
এনআইটি নং ঃ ২৯৬_২০২৬-২৭। তারিখ ১৭.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়াম-এর নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া**-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/লিলুয়া এবং এইএন/ব্যাণ্ডেলের অধীনে শেওড়াফুলি, সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল, ব্যাণ্ডেল-মগরা এবং অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন ট্রাক নবীকরণের কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,১৫,৫২,৫৩২.১৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১২,৩১,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-453/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
NABAGRAM, MURSHIDABAD
10/ B.D.O./ VBGRAMG / NABAGRAM / 2026-27
Block Development Officer, Nabagram Development Block invites e-tender from bonafied contractors,
Agencies, Institution, individuals for mentioned work. Website- **htpp://wbtenders.gov.in.** Tender Id: **2026_ZPHD_5087729_1 to 2 for NIeT. 10/B.D.O./ VBGRAMG / NABAGRAM / 2026-27, Dt. 20/11/2026.** Details information is available at the website and office of the undersigned on any working days.
Date: 20/11/2026
Place : Nabagram
Sd/- Block Development Officer
Nabagram Development Block

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৯৯-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৭.১১.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য বি.আর. সিং হাসপাতাল/শিয়ালদহতে ওপিডি বিল্ডিং-এর একতলা এবং তিন তলায় ১৮৪ এইচপি (নির্মাতা ঃ ক্যারিয়ার) ক্ষমতার ভিআরএফ ধরনের এয়ার-কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৫,৯৯,৬৩২.৯৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫২,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৪১৪-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৭.১১.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে চিৎপুর কোচিং সিক লাইনস্থিত ৭৫ কেভিউ ডাইনোড্রাইভ সেট-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৭০,৫৯২.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৪১৮-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৭.১১.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "বসিরহাট - এইএন/বারাসাতের অধিক্ষেত্রে এসএসই/ডব্লু /বারাসাতের অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ আরপিএফ ব্যারাক (২৫ শয্যার)-এর ব্যবস্থা"-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১১,৫৫,৩১০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২৩,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি- ১৪২০ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৭.১১.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য এসএসই/ই/জি/চিৎপুর-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে কলকাতা টার্মিনাল বিল্ডিং-এ (০২টি) ১৩ জন যাত্রী (জি+১) বহনক্ষমতাসম্পন্ন (নির্মাতা মেসার্স জনসন) প্রতিটি প্যাসেঞ্জার লিফ্টের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৭৬,০২৭.৯২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৫০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ২৭.১১.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ১১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোয়। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**। SDAH-314/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Assistant Engineer, P.W.Dte, North Kolkata Health Sub-Division-II, online E-tender are follow/follows. NIQ NO., ID & Last Dt. WBPWD/AE/NKHSD-II/NIQ-03e/26-27, 2026_WBPWD_5087709_1, 04.12.2026 at 11:00 a.m. Detail information will be obtained from the website **http://etender.wb.nic.in**
Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, North Kolkata Health Sub-Division-II.

ICA- T20116(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
2nd Corrigendum of e-NIT No.: 6/EE/HGD/W&S/KMDA of 2026-27
With reference to above NIT the following change has been made. Please read end date & time of Online Bid submission is 25.11.2026, Time: 14.30 hrs. in place of 13.11.2026, Time: 14.30 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-763)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T20083(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Please note Bid submission end date (online) is extended to 26.11.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "SITC of Bed-cum-Passenger Elevator and allied El Work for G+3 storied Male ward at Calcutta Pavlov Hospital---El Work. .vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-55/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5082150_1. Detail information/download/upload will be available from the website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.

ICA- T20108(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE
Day to day operation of pump motor set & controlling valves to ensure the day after day water supply for better patient care service at MR Bangur Hospital, Baghajatin SGH, Bijoygarh SGH, Vidyasagar SGH & Garden Reach SGH for 1 (one) year (w.e.f. 26.01.2027 to 25.01.2028). Earnest Money : Rs. 1,10,000.00. e-NIQ No. WBPWD/KSHD/EE/NIQ-20 OF 2026-2027. Tender ID :- 2026_WBPWD_5087412_1. Bid Submission Start date (online) : 25/11/2026 at 2:00 P.M. Bid Submission Closing date (online) : 05/12/2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & quotation documents may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer-II, PWD Kolkata South Health Division.

ICA- T20109(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DATE CORRIGENDUM NOTICE
Tender Ref No.: 1. WBPWD/EE/S24PED/eNIT42/2026-27, **(Tender ID : 2026_WBPWD_5083903_1)** Hereby, this is notify that the last date of receipt of the bids are extended upto 27.11.2026 upto 1:00 pm. for the following works : **Name of Work :** 1. Temporary arrangement for Illumination, PA System for Parking Zone from Karanjali B.Ed College to Belpukur More in connection with Ganga Sagar Mela-2027 for 9 days. Bid Submission end : **27.11.2026 up to 1:00 P.M.** Bid opening Date : **30.11.2026 after 1:30 P.M.** Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- A.Ha



একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...



সম্মানের পথে নতুন দিগন্ত: তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের কর্মসংস্থান ও সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির রূপরেখা

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে 'বৃহন্নলা ব্রিগেড' নামে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের কথা বিবেচনা করে একটি বিশেষ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু হতে চলেছে- যা সমাজের এই প্রান্তিক মানুষদের জীবনে এক নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। যদিও এর আগে ওড়িশা ও তামিলনাড়ুতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের বাস কন্ডাক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল; তবে পশ্চিমবঙ্গে পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকারি স্তরে এত বড় মাপের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের উদ্যোগ এই প্রথম।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে এই উদ্যোগের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে নথিভুক্ত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮০৩ জন (Press Information Bureau)। একই আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সারা দেশে সাধারণ মানুষের সাক্ষরতার হার যেখানে ৭৪ শতাংশ, সেখানে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৬ শতাংশ (Census 2011 Analysis)। পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সংখ্যা ৩০ হাজার ৩৪৯ জন, যাঁদের মধ্যে ৬ হাজার ৪৭৪ জন তফসিলি জাতি এবং ১ হাজার ৪৭৪ জন তফসিলি উপজাতিভুক্ত (Press Information Bureau)। সমাজকল্যাণ দপ্তরের মতে, বর্তমানে রাজ্যে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁদের অধিকাংশই কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগর এলাকায় বসবাস করেন। অথচ বহু শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত মানুষ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাবে তাঁদের জীবন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে অতিবাহিত হতো। কেবল জীবনধারণের তাগিদে তাঁদের বাধ্য হয়ে ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ির জানলায় হাত পাততে হতো, বাসে-ট্রেনে উঠে যাত্রীদের কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে হতো কিংবা কারও বাড়িতে নতুন শিশু জন্মালে সেখানে গিয়ে নাচ-গান করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জীবনবিজ্ঞানগত ও শারীরিক অবস্থার বিষয়টি গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন। অনেকেই অজ্ঞতাবশত তাঁদের ভিন্ন চোখে দেখেন, কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁরা আমাদের মতোই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুযায়ী, মানুষের লিঙ্গ ও লিঙ্গ-পরিচয় কেবল বাহ্যিক শারীরিক গঠনের ওপর নয়, বরং সেক্স ক্রোমোজোম (ড্ভবা ড্ু এবং এর স্বাভাবিক বৈচিত্র্য), ভ্রূণ অবস্থায় হরমোনের প্রভাব এবং মস্তিষ্কের গঠনের ওপর নির্ভর করে (Cleveland Clinic; NIH/PMC)। জিনগত বা হরমোনজনিত এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণেই কিছু মানুষের শরীর বা মনের বিকাশ প্রচলিত নারী-পুরুষের ছাঁচের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন হয় (ciELO)। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য কেবল এইটুকু প্রাকৃতিক শারীরবৃত্তীয় বৈচিত্র্যেই সীমাবদ্ধ; এ ছাড়া বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি, মেধা ও কর্মদক্ষতায় তাঁরা আর পাঁচজন মানুষের মতোই পরিপূর্ণ।



এই স্বাভাবিক জীববিজ্ঞানগত বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিলে বোঝা যায়, সঠিক সুযোগ ও প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা যেকোনও দায়িত্বশীল কাজে সমানভাবে পারদর্শী। এই উপলব্ধি থেকেই রাজ্য প্রশাসনের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে 'বৃহন্নলা ব্রিগেড' নামে একটি বিশেষ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু হতে চলেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম দফায় কলকাতা, হাওড়া এবং বিধাননগর পুরসভায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে বকেয়া পুরকর আদায়ের সরকারি কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হবে। এতদিন তাঁদের বিষয়টি কেবল সামাজিক সুরক্ষা বিভাগের অধীনে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এবার নগরোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধরন যা-ই হোক না কেন, এই সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান তাঁদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে এবং সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার নতুন সাহস জোগাবে।

পশ্চিমবঙ্গের এই উদ্যোগকে একটি আদর্শ মডেল হিসেবে গ্রহণ করে আগামী দিনে দেশীয় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ক্ষেত্রগুলোতেও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের কর্মসংস্থানের কথা ভাবা যেতে পারে। ভারতীয় রেল, ডাক বিভাগ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, পর্যটন শিল্প এবং সরকারি হাসপাতালগুলোর জনসংযোগ বা সহায়ক পরিষেবায় তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করা হলে এক বিশাল মানবসম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হবে। এ ছাড়া বন দপ্তরের পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্প কিংবা গ্রামীণ ও শহুরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁদের দক্ষতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সরকারি স্তরে বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হলে তা গোটা দেশের সামনে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করবে।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও কর্পোরেট জগৎকেও এই মানবিক কর্মযজ্ঞে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে অনেক প্রথম সারির বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মক্ষেত্রে 'বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি' (Diversity and Inclusion) নীতি গ্রহণ করছে। তথ্যপ্রযুক্তি, আতিথেয়তা বা হসপিটালিটি শিল্প, খুচরো বিপণন, গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র এবং সৃজনশীল ডিজাইন ও মিডিয়া সংস্থাগুলোতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য সম্মানজনক কাজের বিপুল সুযোগ রয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলো যদি তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) প্রকল্পের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয় এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যহীন, নিরাপদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করে, তবে উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবী রূপান্তরকামী তরুণ-তরুণীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবেন। এতে যেমন তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে, তেমনই প্রতিষ্ঠানগুলোও নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল কর্মী লাভ করবে।

এই বহুমুখী উদ্যোগে কেবল তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরই নয়, বরং গোটা সমাজেরই বহুমুখী কল্যাণ সাধিত হবে। প্রথমত, প্রশিক্ষিত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বকেয়া পুরকর সংগ্রহ করলে পুরসভাগুলির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে, যা শহরের রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে কাজে লাগবে। দ্বিতীয়ত, রাস্তায় বা গণপরিবহণে অর্থ চাওয়ার ঘটনা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও স্বস্তিদায়ক হবে। তৃতীয়ত, রাজ্যের ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ যখন অনিশ্চিত জীবিকা ছেড়ে নিয়মিত উপার্জনকারী এবং সম্মানিত করদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তখন রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিও আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

তবুও সমাজের বুকে এখনও এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা বৃহন্নলাদের নিয়ে ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের দেখে উপহাস করা, অকারণে ভয় পাওয়া, বাড়ি ভাড়া না দেওয়া কিংবা কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার মতো ঘটনা আজও সমাজে দেখা যায়।

অথচ মানুষ হিসেবে তাঁদের প্রতি এমন আচরণ সম্পূর্ণ অনুচিত, অমানবিক এবং বিজ্ঞানবিরোধী। তাঁরাও রক্তমাংসের মানুষ; তাঁদেরও ক্ষুধা, অনুভূতি, স্বপ্ন ও আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। তাই সমাজের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো আজ সবচেয়ে জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের এই প্রথমবারের মতো নেওয়া মানবিক ও গঠনমূলক পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের বহুমুখী কর্মসংস্থানের দিশা প্রমাণ করে যে সঠিক সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও সম্মান পেলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরাও সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে উঠতে পারেন।

সুরের মূর্ছনায় আশা ভোঁসলে

অরিন্দম ঘোষ

মান্না দে কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ওঁর বিচারে ওঁর সময়ের তিনজন গায়ক-গায়িকাকে ক্রমানুসারে বেছে নিতে বললে উনি কাদের নাম উল্লেখ করবেন। এই প্রশ্নের উত্তরে সবার আগে তিনি লতা আর আশার নাম বাদ দিতে বলেছিলেন। এর কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছিলেন, 'ওদের গানের বিচার করার মতো কোনো লোক ভারতবর্ষে কেন, সারা পৃথিবীতে নেই। ওদের গান সমস্ত বিচারের ঊর্ধ্বে।'

১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের সাংলিতে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় সংগীত জগতের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন ভ্রাম্যমান নাটকের দলের কর্ণধার। দিদি লতার সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য ছিল মাত্র চার বছরের। মাঝে আরও দুই বোন ঊষা আর মীনা। ছোট ভাই হৃদয়নাথ। দীননাথ গানবাজনা আর অভিনয়ের আবহে মানুষ করছিলেন সন্তানদের। কিন্তু, হঠাৎই ছন্দপতন। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল। আর সেই বছরই দীননাথের অকালপ্রয়াণে সংসারে ছন্দপতন ঘটল। সংসারের হাল ধরলেন বড় মেয়ে লতা।

বাবা মারা যাওয়ার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে মারাঠি চলচ্চিত্র 'মাঝা বল'- এ 'চলা চলা নব বলা' দিয়ে প্লেব্যাক গানের সূচনা। ১৯৪৮ সালে হিন্দি চলচ্চিত্র 'চুনারিয়া'-তে প্রথম হিন্দি গান 'শাওন আয়া' গান আশা। ৯৪৪৯ সালে প্রথম একক সংগীত গাওয়ার সুযোগ পান এক হিন্দী চলচ্চিত্রে। তার নাম 'রাত কি রানী'।

আশার তখন দু'চোখ জোড়া স্বপ্নের হাতছানি। শান্তিনীড় বানানোর বাসনা তাঁর চোখেমুখে। আর সেই স্বপ্নে বিভোর হয়েই একদিন বাড়ির অমতে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন আশা। পাত্র হলেন দিদি লতার ব্যক্তিগত সচিব গণপতিরাও ভোঁসলে। ১৯৪৯ সালে তাঁদের এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। তার নাম রাখেন হেমন্ত। আশার পরিবারের সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছিল আত্মিক সম্পর্ক। হেমন্তর কণ্ঠ, গান এবং ব্যক্তি হেমন্ত ইত্যাদি সবই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাহেতু ছেলের নামকরণ করেন 'হেমন্ত'। ভেবে দেখুন ,বাংলা সংগীতজগতের এক শিল্পীর কাছে কতখানি গর্বের বিষয়!

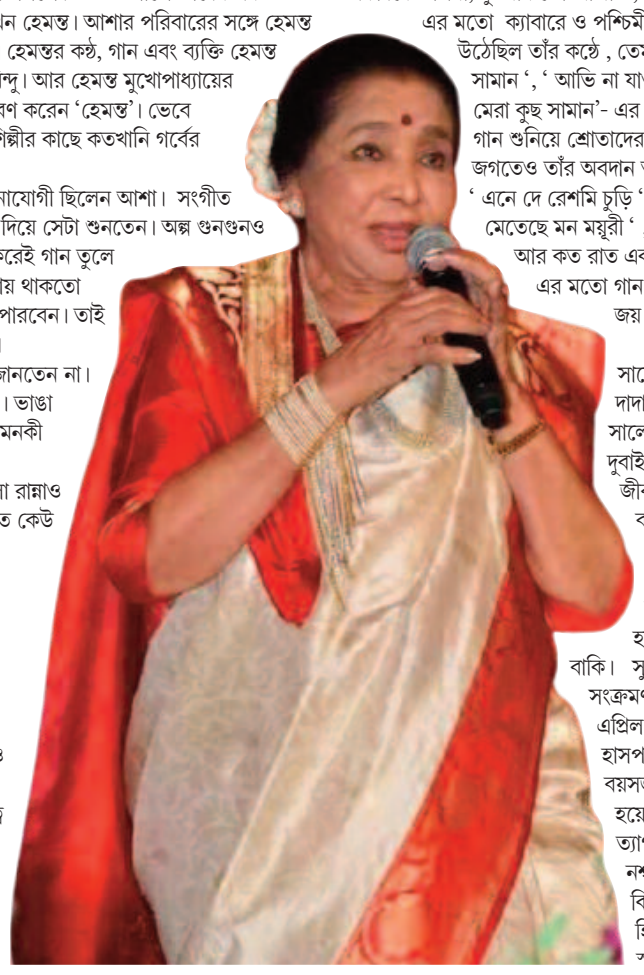
গান তোলার ব্যাপারে খুবই মনোযোগী ছিলেন আশা। সংগীত পরিচালক যখন গান শেখাতেন, মন দিয়ে সেটা শুনতেন। অল্প গুনগুনও করতেন। সাধারণত একবার মহড়া করেই গান তুলে নিতে পারতেন। সবসময়ই তাঁর মাথায় থাকতো হিট হলে তবেই তিনি জনপ্রিয় হতে পারবেন। তাই এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ফাঁকি ছিল না।

বাংলা তিনি খুব একটা ভালো জানতেন না। তার জন্য বাঙালীদের সঙ্গে মিশতেন। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলার চেষ্টা করতেন। এমনকী বাংলায় সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য বাড়িতেও বাংলা বলতেন। খুব ভালো রান্নাও করতেন তিনিত্ত মারাঠি রান্না। বাড়িতে কেউ গেলে তাঁকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াতে পছন্দ করতেন।

জীবনে এসেছে নানা ওঠাপড়া। ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন একাধিকবার। তার জন্য দমে যাননি কখনও। নতুন উদ্যমে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত ও সাংগীতিক জীবনসাধনা। গণপতিরাও ভোঁসলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর বাপের বাড়ির সঙ্গে দূরত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়িতেও শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হয়ে উঠেছিল নিত্যসঙ্গী। সাংসারিক এতরকম নিগ্রহ ও চাপ সামলেও গান গাইতে গাইতে বেরোতে হতো তাঁকে। হেঁসেল সামলে, ঘর মুছে, জল তুলে, বাচ্চাদের খাইয়েদাইয়ে তবেই স্টুডিওতে যাওয়ার ফুরসৎ মিলত। এই সময়কালে তাঁর কণ্ঠে গাওয়া 'মুড় গুড় কে না দেখ', 'বাপ রে বাপ', 'হাম সব চোর হ্যায়', 'আইয়ে মেহেরবান' প্রভৃতি গান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তিনি আত্ম উপলব্ধি করলেন যে, গানের জগতে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে। আর সেই লক্ষ্যেই ১৯৬০ সালে দুই ছেলে-মেয়ের হাত ধরে আর গর্ভে ছোট ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়ে মায়ের কাছে ফিরে এলেন। কিন্তু, পরমুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচা তাঁর কাছে ছিল না পসন্দ। তাই মনে মনে স্থির করলেন যে , নিজের ও সন্তানদের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ালেন ও পি নাইয়ার, শচীনকত্তা আর সুরকার রবি ।

অনেকেই হয়তো জানেন যে ,১৯৬৬ সালে রাহুল দেব বর্মন ' তিসরি মঞ্জিল'- এ যুগান্তকারী এক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে , সেটা সম্ভব হয়েছিল আশার জন্যই। রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গে আশার বিবাহ তাঁর নিজের কথায় সাংগীতিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তোলার প্রয়াস মাত্র। আশা মাত্র কুড়ি বছর বয়সে রাহুলকে বিয়ে করেন। জীবনতরী এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নানা দুঃখ - যন্ত্রণা , অকাল আঘাত নেমে আসতে থাকে । ২০১২ সালে তাঁর মেয়ে বর্ষা আত্মহত্যা করেন , ২০১৫ সালে ছেলে হেমন্ত কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এত দুঃখ - যন্ত্রণা সত্ত্বেও সংগীতসাধনা থেকে কখনও স্থায়ীভাবে সরে যাননি তিনি ।

কয়েক দশক জুড়ে আশার কণ্ঠে অসংখ্য জনপ্রিয় গান শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছে সহজেই। হিন্দি, বাংলা সহ একাধিক ভাষায় কয়েক হাজার গান অনুরণিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে । শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে আধুনিক, গজল থেকে ক্যাবারে ত্ত সমস্ত ধারাতেই তাঁর গায়কীর স্বতন্ত্র ছাপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। একদিকে ' পিয়া, তু আব তো আজা ' , ' দম মারো দম ' , ' ইয়ে মেরা দিল '- এর মতো ক্যাবারে ও পশ্চিমী ধারার গান যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠে , তেমনই ' ইন আঁখো কি মস্তি', 'মেরা কুছ সামান ', ' আভি না যাও ছোড় কর ', ' দিল চিজ ক্যা হ্যায় ', ' মেরা কুছ সামান'- এর মত গজল ও আধুনিক সুরে গাওয়া গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন আশা। বাংলা গানের জগতেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ' চোখে চোখে কথা বলো ', ' এনে দে রেশমি চুড়ি ', 'একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও', ' মন মেতেছে মন ময়ূরী ' , ' কোন্ সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে ', ' আর কত রাত একা থাকব ' , 'আরও দূরে চলো যাই'- এর মতো গান সংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের হৃদয় সহজেই জয় করে নিয়েছিল ।



সঙ্গীতসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে ২০০০ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পান। ২০০৮ সালে পদ্মবিভূষণ লাভ করেন। ২০১৪ সালে দুবাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জীবনকৃতি সম্মান , ২০১৮ সালে বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন সংগীতের নিপুণ কারিগর আশা ।

মৃত্যুর আগের বছরও ৯২ বছর বয়সে এই সুরসাধিকার কণ্ঠে অনুরণিত হয়েছিল , ' সময় কম। কত কী শেখা বাকি। সুর তো দরিয়ার মতো। শেষ নেই। বুকে সংক্রমণ ও চরম শারীরিক অসুস্থতাহেতু ১১ এপ্রিল ২০২৬ -এ তাঁকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই বয়সজনিত কারণে মাল্টি অরগ্যান ফেলিওর হয়ে ১২ এপ্রিল ২০২৬- এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ' এশিয়ার নাইটেঙ্গেল'। তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলেও এই কিন্নরীর কণ্ঠের জাদুতে আজও অসমুদ্র হিমাচল সুরের মূর্ছনায় একইভাবে স্পন্দিত হয় ।

ভারতের বিমান চলাচল সুরক্ষা প্রযুক্তির নেপথ্য বিজ্ঞানী

বিমানবন্দরে 'দৃষ্টি' এনেছিলেন ড. শুভা ভি আয়েঙ্গার

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

কুয়াশা আর ধুলোয় ভরা শীতের সকালে অথবা অতিবৃষ্টি বা ধুলোর ঝড়ের মতো প্রতিকূল আবহাওয়ায় সহজে দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনা কিছুই। সেই সময়ে বিমানবন্দরে বিমানের ওঠা বা নামা কোনোটাই খুব সহজ নয়। বিমান চালকেরা উড্ডয়ন বা অবতরনের সময় বিমানের সুরক্ষায় দৃশ্যমানতার মাপকাঠি হিসেবে 'রানওয়ে ভিজ্যুয়াল রেঞ্জ' নামে পরিচিত একটি প্যারামিটার ব্যবহার করেন। এটি এমন একটি প্যারামিটার যেটি পাইলটদের অবতরণ এবং টেক-অফের সময় কতদূর এগিয়ে যেতে হবে তা বলে দেয়। বছরের পর বছর ধরে, ভারতের বিমানবন্দরগুলো রানওয়ের এই দৃশ্যমানতা পরিমাপ করার জন্য বিদেশ থেকে নিয়ে আসা যন্ত্রের উপরেই নির্ভর করেছে। এই যন্ত্রগুলো শুধু ব্যয়বহুলই ছিল না, রক্ষণাবেক্ষণ করাও ছিল ভীষণ কঠিন।

আজ থেকে দেড় দশক আগে আমদানি করা বিকল্প যন্ত্রাংশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দামে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের সহযোগিতায় রানওয়ের দৃশ্যমানতা পরিমাপক যন্ত্র 'দৃষ্টি' (DRISHTI) ট্রান্সমিসোমিটার তৈরি করে ভারতের বিমান চলাচল ব্যবস্থায় সুরক্ষা এনে দিয়েছিলেন যিনি, তার নাম শুভা ভি আয়েঙ্গার। তার উদ্ভাবন, কুয়াশা এবং কম দৃশ্যমানতার সময় ভারতীয় বিমান চলাচলের নিরাপত্তাকেই শুধু উন্নত করেনি , নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণকেও অনেক সহজ করে তুলেছিল। বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রাংশ দিয়ে মেরামত করতে যেখানে এক সপ্তাহ সময় লেগে যেত সেই মেরামত কয়েক ঘন্টার মধ্যেই করা সম্ভব হয়ে উঠেছিল তার নেতৃত্বে।

তার অসামান্য এই কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাকে। তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানের মহিলা, যিনি এই বছরে পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন।

শুভা ভি আয়েঙ্গার বেঙ্গালুরুর সিএসআইআর-ন্যাশনাল অ্যারোস্পেস ল্যাবরেটরিজ (এনএএল) এর একজন প্রাক্তন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। যে সময়ে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ খুব সহজ ছিল না , সেই সময়ে শুভা আয়েঙ্গার সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে ১৯৭৪ সালে বেঙ্গালুরুর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় বিএসসি (সম্মান) এবং এমএসসি উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম স্থান অর্জন করে ন্যাশনাল অ্যারোস্পেস ল্যাবরেটরি বা এনএএল-এতে যোগদান করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ জন্মেছিল তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং তাকে পিএইচডি সম্পন্ন করার জন্য তার বাবাই তাকে উৎসাহিত করেছিলেন। এমএসসি



পড়ার সময়েই তিনি বাবাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু তার কাজের মাধ্যমেই তিনি বাবার ইচ্ছাকে এগিয়ে নিয়ে যান। কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতেই জন্ম হয়েছিল তার, নয় ভাইবোনের মধ্যে শুভা ছিলেন সবার ছোট।

'দৃষ্টি' এমন একটি ট্রান্সমিসোমিটার সিস্টেম যেটি রানওয়ের কাছাকাছি দুটি বিন্দুর মধ্যে আলো কতটা ভ্রমণ করে তা ক্রমাগত পরিমাপ করে নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট 'রানওয়ে ভিজ্যুয়াল রেঞ্জ' দেয়।

আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই সিস্টেমটি চার মিটার পর্যন্ত দৃশ্যমানতা পরিমাপ করতে পারে এবং কম দৃশ্যমানতার পরিস্থিতিতে পাইলটদের আগাম সতর্কতা প্রদান করে। এটি সমস্ত আবহাওয়ায় সবসময়ে কাজ করে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং পাইলটদের 'রিয়েল-টাইম ডেটা' সরবরাহ করে, ফলে , ঘন কুয়াশা বা ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যেও নিরাপদ উড্ডয়ন এবং অবতরণ সম্ভব হয়। দৃষ্টি ভারতীয় পরিস্থিতির কথা ভেবেই ডিজাইন করা হয়েছিল । এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলে এবং ভোরে বা সন্ধ্যায় যখন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি থাকে সেই সময়ে দ্রুত বদলে যাওয়া দৃশ্যমানতার পরিবর্তনগুলিও সহজেই ধরে রাখতে পারে। 'দৃষ্টি ' সিস্টেমটি প্রথম ২০১১ সালে দিল্লির আইজিআই বিমানবন্দরে স্থাপন করা হয়েছিল, তারপরে বেঙ্গালুরু, লখনউ এবং কলকাতায়। ২০১৪ সালের মধ্যে, দিল্লি, কলকাতা এবং লখনউ সহ প্রধান বিমানবন্দরগুলিতে দৃষ্টি স্থাপন করা হয়েছিল। তীব্র শীতকালীন কুয়াশার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর একটি প্রধান পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যেখানে সিস্টেমটি তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করে। আজ, দৃষ্টি সিস্টেমগুলি ১০০ টিরও বেশি বিমানবন্দর এবং বেশ কয়েকটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে সমান ভাবে কাজ করে চলেছে । শুধুমাত্র দিল্লিতেই, বিমানবন্দরের তিনটি রানওয়ে জুড়ে ১০টি দৃষ্টি ইউনিট কাজ করছে, আবহাওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুইই লাইভ দৃশ্যমানতার তথ্য প্রদান করে চলেছে।

বিমান সংস্থা এবং পাইলটদের জন্য, দৃষ্টির কার্যকারিতা এখন অনেক উন্নত । রিয়েল-টাইম রানওয়ে দৃশ্যমানতার তথ্য ডাইভারশন, বিলম্ব এবং শেষ মুহূর্তের বাতিলকরণ কমিয়েছে। বিশেষ করে , উত্তর ভারতে শীতকালীন কুয়াশার সময়। বিমান চলাচলের বাইরে, দৃষ্টির একটি ছোট সংস্করণ এখন উত্তর ভারতের বড় বড় সড়কগুলোতে, পাহাড়ি অঞ্চলে এবং রেলওয়ে স্টেশনের মতো কুয়াশাপ্রবণ এলাকাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

দৃষ্টি ছাড়াও, শুভা আয়েঙ্গার এভিয়েশন ওয়েদার মনিটরিং সিস্টেম (AWMS) -এ অবদান রেখেছেন, এটি সেন্সরের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক যা বিমানবন্দরের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাস এবং দৃশ্যমানতার মতো পরিমিতিগুলির উপর রিয়েল-টাইম ডেটা সরবরাহ করে। তিনি এমবেডেড এবং ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি পোর্টেবল, FPGA-ভিত্তিক আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা সেন্সরগুলিতেও কাজ করেছেন, যা কম্প্যাক্ট, রিয়েল-টাইম পরিবেশগত পর্যবেক্ষণে ভারতের ক্ষমতাকে ভিন্ন মাত্রায় উত্তরিত করেছে। একই সাথে ইন্টিগ্রেটেড ভিজিবিলিটি সফটওয়্যার তৈরিতেও তার অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

শুভা আয়েঙ্গার কেবল 'দৃষ্টি'র ক্ষেত্রেই তার অবদান রাখেননি, বরং জাতিগত ভাবে প্রথম দর্শনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সমস্যার আদিবাসী সমাধান নিয়ে এসেছেন এবং স্বনির্ভরতাকে সহজতর করে তুলেছিলেন। সুদীর্ঘ ৪০ বছরের একটি বর্ণময় কর্মজীবনের শেষে ২০২০ সালে ন্যাশনাল অ্যারোস্পেস ল্যাবরেটরিজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি।অবসর গ্রহণের পরেও, যখনই কোনও প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। জনসেবার প্রতি তিনি যেন আজীবন প্রতিশ্রুত ও দায়বদ্ধ। শুভা তার পদ্মশ্রী সম্মানকে 'বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং জাতির সেবা - সবকিছু একত্রিত করার স্বীকৃতি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পদ্মশ্রী সম্মাননা তার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং ব্যবহারিক প্রভাবকেই উদযাপন করেছে। ৭১ বছর বয়সে, ডঃ শুভার পদ্মশ্রী কেবল একটি ব্যক্তিগত মাইলফলক নয় বরং দীর্ঘমেয়াদী জনসাধারণের গবেষণা কীভাবে দেশের দৈনন্দিন জীবনকে নীরবে রূপ দেয় তার একটি স্মারকও। তার কৃতিত্ব বিজ্ঞানের জগতে ভারতীয় নারীদের উপর আলোকপাতই করেনি, পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করার পথও প্রশস্ত করেছে।